www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

বসন্ত বিলাপ

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ১৫ ফাল্গুন – ২১ ফাল্গুন, ১৪২১ ঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি – ৬ মার্চ, ২০১৫ Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.19, 28 February - 6 March, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে ঘাসফুল শিবিরে

সারদা নয়, মুকুল ফ্যাক্টর কাজ করতে পারে পুরভোটে

পার্থসারথি গুহ

কোনও ঢাক–গুড়গুড় নেই। নেই কোনও আড়ম্বরতা। নীরবেই কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের প্রারম্ভিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে। মানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফুটবল বিশ্বকাপ বা ক্রিকেট বিশ্বকাপের মতোই যে কোনও নির্বাচন এলে আমরা এক অন্য মহানগরীকে প্রত্যক্ষ করি। সেদিক থেকেও কেমন ম্যাড়মেড়ে লাগছে যেন। যদিও এখনও বেশ কিছুদিন দেরি রয়েছে কলকাতা পুরভোটের। যে কথা শোনা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে পনেরোর এপ্রিলেই কলকাতা সহ এ রাজ্যের শতাধিক পুরসভায় ভোট সেরে নিতে চাইছে শাসক পক্ষ।

সেক্ষেত্রে মাত্র মাস দেড়েক সময় পড়ে সামনে। নিশ্চয়ই এ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি এতটা মেধাবী নয় যে স্টেজে মেরে দিতে পারবেন। বরং শাসক দল তৃণমূল সে দাবি করতে পারে। কারণ সরকারে থাকার সুযোগ যে পুর–নির্বাচনের মতো ভোটে পাওয়া যায় এই ব্যাপারটা মনে হয় সকলেই বোঝেন। তার ওপর সদ্য শেষ হওয়া দুটি উপনির্বাচনে (বঁনগা লোকসভা এবং কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা) তৃণমূল যেভাবে অনেকটাই মার্জিন বাড়িয়ে নিয়েছে তাতে করে পুরভোটে এখনও পর্যন্ত অ্যাডভান্টেজ তৃণমূল বলা যেতে পারে। তবে যারা একটু আধটু টেনিস খেলা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তারা বুঝছেন এই আপাত অ্যাডভান্টেজ যখন তখন ডিউসে পরিণত হতে পারে। আর এই ধরণের পরিস্থিতিতে লড়াইটা সেয়ানে–সেয়ানে হয়ে উঠতে পারে।

রাজ্যে শতাধিক পুরসভার নির্বাচন থাকলেও সারা দেশের নজর কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের দিকেই বেশি করে সীমাবদ্ধ। কারণ এবারের কলকাতা পুরভোট এমন এক পরিস্থিতিতে সংগঠিত হতে চলেছে যেখানে ক্ষমতাসীন তৃণমূলকে হয়তোবা দু–দুটি শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। গত লোকসভা ভোটের নিরিখে কলকাতায় তৃণমূলের সঙ্গে সমানে টক্কর নিয়ে দ্বিতীয় হয়েছে বিজেপি। এবারেও সেই পদ্মফুলই প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূলের। আরও এক চোরাগুপ্তা শত্রুকে নিয়ে ঘাসফুল শিবিরে একটা আলাদা ধরণের শিহরণ কাজ করছে। বলাইবাহুল্য, মেঘনাদের মতো আড়ালে থেকেই মুকুল রায় শিবির প্যালপিটিশন বাড়াচ্ছে তৃণমূলের। চেনা শত্রু বিজেপি বা সিপিএমের (এবার অবশ্য তিন নম্বর স্থান পেয়ে ব্রোঞ্জ জেতার লড়াইয়ে বামেরা) মোকাবিলায় প্রচারে সাম্প্রদায়িকতা বা কুশাসনের গল্প অনেক তুলে ধরা যায়। অথচ এখনও খাতায় কলমে তৃণমূলের নম্বর–২ মুকুল রায়ের পালটা কী দেওয়া যায় তা নিয়ে হোমওয়ার্ক করে উঠতে পারেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। বস্তুত অনেকটাই ধন্দে রয়েছেন তৃণমূলী ম্যানেজাররা। কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে তাই বিজেপি, বাম এবং কংগ্রেসের সঙ্গে মুকুল বাহিনীর আন্দাজও মেপে নিতে হচ্ছে তৃণমূল নেতাদের।

কলকাতা পুরভোটের প্রচারে উন্নয়নকে হাতিয়ার করে এগোতে চায় শাসক দল। যদিও তৃণমূলের এই উন্নয়নের মডেলকেই দুর্নীতির মডেল বলে প্রচার চালাবে বিরোধীরা। ত্রিফলা দুর্নীতি, লেক মলে স্বজনপোষণ, বস্তি উন্নয়নে গাফিলতি, কর সংগ্রহে ব্যর্থতা ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে তৃণমূলকে ব্যাতিব্যস্ত করতে চায় বিরোধীরা। আরও একটা প্রচারের বেড়াল অবশ্য বিরোধীদের ঝুলিতে বেশ কিছুদিন ধরেই জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোট, লোকসভা নির্বাচন, এমনকি বিভিন্ন উপনির্বাচনেও এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের অশ্বমেধের ঘোড়াকে সারদা দুর্নীতির সামনে বশ মানতে হয়নি। তবে হালফিলে যে বঁনগা লোকসভা এবং কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তাতে সারদার বড়সড় প্রভাব পড়ার কোষ্ঠীবিচার সেরে ফেলেছিলেন রাজ্যের তাবড় বিরোধী দল থেকে প্রথম শ্রেণির গণমাধ্যমও। এখানেই বোধহয় টাইমিং ভুল হয়েছিল তাদের। যার ফলে মন্ত্রী–সাংসদরা হাজতবাস করার পরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ফের ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে গেল ঘাসফুল।

এই জায়গা থেকে পুরভোটে অনেকটাই স্বমেজাজে ব্যাটিং করতে চাইছে তৃণমূল ভবন। মুকুল আতঙ্কের জেরেই বোধহয় জিতে আসা কাউন্সিলর এবং মেয়র পারিষদদের না চটিয়ে প্রার্থী করার ব্যবস্থা পাকা করতে চলেছে শাসক শিবির।

এরপর পাঁচের পাতায়

নির্বাচন আসছে তেড়ে, হুড়োহুড়ি পুরকর্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার ভোট দরজায় কড়া নাড়ছে। সরকারি নির্দেশনামা জারি হলেই সক্রিয় হয়ে উঠবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। চালু হয়ে যাবে আচরণ–বিধির কড়াকড়ি। থেমে যাবে উন্নয়ন, নতুন প্রতিশ্রুতি। এই পরিস্থিতি এড়াতে এখন উঠে পড়ে লেগেছেন কলকাতা পুরসভার কর্তারা। ঢল নেমেছে উদ্বোধন আর শিলান্যাসের। একদিনে দু–তিনটি করে অনুষ্ঠান কভার করতে সাংবাদিকরাও হিমসিম।

বোরো–৩ এলাকাধীন ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের চাউলপট্টিতে গত ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় উদ্যান ও সুলভ শৌচাগারের উদ্বোধন করলেন বস্তি উন্নয়ন ও পরিবেশ মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার। ওই দিনই বিকাল পাঁচটায় ৬২ নম্বর ওয়ার্ডের রিপন স্কোয়ারে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিলান্যাস করলেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যা ৬ টায় মেয়র ছুটে গেলেন ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে নবসাজে সজ্জিত মুস্তাক আহমেদ পার্কের উদ্বোধন করলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি বেলা ১২টায় দক্ষিণ কলকাতার উত্তম মঞ্চে দাঁড়িয়ে ৬টি জুনিয়র হাই, ৮টি ইংরেজি মাধ্যম ও ১০টি মন্টেসরি স্কুলের উদ্বোধন করলেন মেয়র। সারা সপ্তাহ ধরে এভাবে চলছে মেয়র ও মেয়র পারিষদদের ছোটাছুটি। ভয় একটাই নির্বাচন আসছে তেড়ে।

যদিও এইসব উদ্বোধন আর শিলান্যাসে ভোট বৈতরণী পার হলেও ভবিষ্যতে এরা কতটা আলোর মুখ দেখবে তা নিয়ে সংশয় নানা মহলে। তবে নেতারা এই আশঙ্কাকে পাত্তা দিতে রাজি নয়। তাঁদের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতায় উন্নয়নের যে গতি চলছে নির্বাচনের পরেও তা অব্যাহত থাকবে। এই সূত্র ধরে ইতিমধ্যে আরও কয়েকগুচ্ছ উদ্বোধন আর শিলান্যাসের সূচি তৈরি হয়েছে পুরসভায় যা নিয়ে চলেছে চরম ব্যস্ততা।

বিড়লাপুর–ফলতা ফেরিঘাটের বেহাল অবস্থায় জেরবার নিত্যযাত্রীরা

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হুগলি নদীর তীরবর্তী ফেরিঘাটগুলোর বেহাল অবস্থায় প্রতিদিন নাজেহাল হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। বিড়লাপুর তিনফটক, রায়পুর, বুড়ুল, নলদাঁড়ি, কাঁটাখালী, ফলতা জেটিঘাটগুলো দীর্ঘদিন ধরে কোনও সংস্কার হয়নি। হুগলি নদীর ওপারে হাওড়া জেলা। পূজালি থেকে ফলতা পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০ কিলোমিটার ব্যাপী নদী বাঁধের ধারে ফেরিঘাটগুলোর অবস্থান। সব ফেরিঘাটগুলো হাওড়া জেলা পরিষদের মাধ্যমে নিলাম হয়। ফেরিঘাট গুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ওই জেলা পরিষদের। তাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে এপারের ফেরিঘাটগুলো থাকলেও ওপারের জেলা পরিষদ কিছু করতে পারছে না। সম্প্রতি বিড়লাপুর তিনফটক ফেরিঘাটে গিয়ে চোখে পড়ল, ফেরিঘাট বলতে কিছুই নেই। ভাঁটার সময় কাদা ভেঙেই নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত করতে হয়। এখান থেকে ফেরি যাচ্ছে হিরাপুর ও উলুবেড়িয়া ঘাটে। এরপর রায়পুর ফেরিঘাট। এখানেও যাত্রী পরিষেবা বলতে কিছুই নেই। যাত্রী প্রতীক্ষালয়, শৌচাগার নেই। ফেরি যাচ্ছে শাঁখাভাঙ্গা উলুবেড়িয়ায়।

এরপর নলদাঁড়ি ফেরিঘাট। পিছল সিঁড়ি দিয়ে সাইকেল মাথায় নিয়ে যাত্রীরা ফেরিতে উঠছেন। এখানেও একই বেহাল অবস্থা। এরপর বুড়ুল ফেরিঘাট। শ্মশান লাগোয়া ফেরিগাটের পাশে একটা ভাঙাচোরা টিকিট ঘর আছে। যাত্রী প্রতিক্ষালয়, শৌচাগার বলতে কিছুই নেই। বাড়ি দিয়ে তৈরি একটা ভাঙাচোরা জেটি আছে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। রাজ্যে মা–মাটি–মানুষের সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর স্থলপথের চাপ কমাতে জলপথে পরিবহন এবং যাত্রী পারাপারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে নিজেই তদারকি করছেন। এর মধ্যেই ফেরিঘাটের এই বেহাল দশা সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র তুলে ধরছে। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রশাসনকে জাগ্রত করার একটা ছোট প্রয়াস চালানো হয়েছে।

চট্টগ্রামের জঙ্গি শিবিরে সামিল বাংলা–ঝাড়খন্ডের যুবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সপ্তাহে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের দুর্গম পার্বত্য এলাকায় লটমনি পাহাড়ে জামাত–উল–মুজাহিদিন ও মায়নমারের রোহিঙ্গ সলিডারিটি জঙ্গিগোষ্ঠীর একটি অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবিরে হানা দিয়ে বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটলিয়ন বেশ কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও ৫জন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করল। ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থা ন্যাশানাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির তথ্য সূত্র ধরেই 'র‍্যাব' এই হানা চালিয়েছিল বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে। ওই অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির খুঁজে পাওয়ার পর এ রাজ্যেও জোরদার নজরদারী চালানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্র ও সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যাচ্ছে, চট্টগ্রামে ওই অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবিরে হানা দিয়ে এ–কে সিরিজের রাইফেল, অত্যাধুনিক রিভলবার, পিস্তল, বিস্ফোরক সহ ৫জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বর্ধমানের খাগড়াগড়ের মতো ওই জঙ্গি ডেরা থেকে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইয়েমেন ও সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের জেহাদি প্রশিক্ষণের ভিডিও সিডি, ওসামা

বিন লাদেনের ভাষণের অনুবাদ এবং বৃহত্তর বাংলাদেশের মানচিত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বিশেষ সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে ওই জঙ্গি শিবিরে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের এবং ঝাড়খন্ডের ২০–২৫ জন যুবক অংশগ্রহণ করে। এনআইএ সূত্রের খবর খাগড়াগড় কাণ্ডের মাথা ধৃত মজিদ ও সম্প্রতি ধরা পড়া লালগোলার লাদেনকে জেরা করে চট্টগ্রাম এলাকার জেহাদি এক মাদ্রাসার কথা জানা যায়। এই তথ্য র‍্যাবকে জানিয়েছিল এনআইএ। ওই মাদ্রাসার সূত্র ধরে র‍্যাব হানা দেয় পার্বত্য এলাকায়। অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবিরের দুই মাথা পলাতক।

এদেশের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, ওই জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরে এ রাজ্যের কিংবা ঝাড়খন্ডের কারা অংশগ্রহণ করেছিল তা জানতে মরিয়া। তাই এখন বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। যাতে করে ওপার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এ রাজ্যে জঙ্গিরা আবার ঘাঁটি গাড়তে না পারে তার জন্য এনআইএ তৎপর হয়ে উঠেছে।

দু'পারের বিবাদ দেখে শীর্ণ তিস্তা হতভম্ব

দুর্গাদাস সরকার

একটা দুটো নয়, মোট ৫৪টা নদীর জল ভাগাভাগি করে নেয় ভারত ও বাংলাদেশ। রয়েছে সংযুক্ত নদী কমিশনও। তবুও উত্তরবঙ্গের রূপালি রেখা তিস্তা দুদেশের বিবাদের কেন্দ্রবিন্দু। অথচ ১৯৮৩ সালের অন্তর্বর্তী চুক্তি অনুযায়ী ভারত ও বাংলাদেশ পায় যথাক্রমে ৩৯ ও ৩৬ শতাংশ জলের ভাগ। ১৯৯৬ সালের ৩০ বছরের চুক্তিতেও এর নড়চড় হয়নি। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা সত্ত্বেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঢাকায় গিয়ে নতুন দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে দুদেশের জলের ভাগ সমান করে দিয়ে এলেন। বেঁকে বসল পশ্চিমবঙ্গ। বিবাদ উঠল চরমে।

কেন ভারত সরকারের এই ভূমিকা? এর উত্তর লুকিয়ে আছে দুদেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রেক্ষাপটে। তিস্তার জল বাংলাদেশের জনগণের একটা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। বাংলাদেশের যে কোনও সরকারের কাছে এটা একটা রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ। ফলে জনগণের মন জয়ে হাসিনা সরকারও প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে তিস্তার জল বাড়াতে। এমনকি এর জন্য বিরোধীদের তোপের মুখে হাসিনার মতো ভারতবন্ধু সরকারের অস্তিত্ব সংকটে। আর এখানেই ভারতের কূটনৈতিক বাধ্যবাধ্যতা। ভারত চায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে শেখ হাসিনার মতো ভারতবন্ধু সরকার থাক। হাসিনা হেরে গেলে সেখানে আবির্ভাব ঘটবে ভারতবিদ্বেষী সরকারের। তাই হাসিনা সরকারকে মদত দিতেই ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে আবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তিও অগ্রাহ্য করার মত নয়। জল কমলে এপারের কি হবে। আসল কথাটা হল তিস্তার আর সেই ভরা যৌবন নেই। জল ক্রমশই কমছে। ফলে দুপারেই দেখা দিচ্ছে সংকট। যা এখন ধাক্কা দিচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের গদিতে। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে। কারণ সমীক্ষা বলছে ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতে জলের উৎস কমবে এবং ২০৫০ সালে রীতিমত 'জলসংকট'–এর দেশ হবে ভারত।

এব্যাপারে নদী বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য একেবারে পরিষ্কার। তারা বহুদিন ধরেই বলতে শুরু করেছেন হিমালয়ে বরফের টুপি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। উপগ্রহ চিত্র দেখিয়ে দিচ্ছে শ্বেতশুভ্র হিমালয়ে কালো কালো ছোপের সমারোহ। অর্থাৎ বরফ কমছে, হিমবাহ শুকোচ্ছে, জল কমছে, দূষণ বাড়ছে, সভ্যতা সংকটের মুখোমুখি। কিন্তু ভারত সরকারের কানে এসব পৌঁছাচ্ছে না। ফলে তিস্তাও এই সংকটেরই শিকার। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা তিস্তা নদী সিকিমের জল নিকাশীর প্রধান পথ। ৩২০ কিমি দৈর্ঘের তিস্তা, তিব্বতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল পাউহুনরি হিমবাহ থেকে জন্ম নিয়েছে। সিকিমের জেমু হিমবাহ, চোলামু হ্রদ, গুরু ডংমার থেকে হিমালয় সারা বছর ধরে জলের যোগান দিয়ে চলেছে তিস্তাকে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২৩,১৮৯ ফুট উচ্চতার সিকিমের জল নিষ্কাশন হয় তিস্তা দিয়েই। হিমালয়ের খাদ বেয়ে আকাবাঁকা পাড় ধরেই কালিম্পং ও সিকিম যাওয়ার নয়ন ভোলানো দৃশ্যের ছবি এঁকে হিমালয়ের জন্মের শুরু অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি বছর আগে থেকে বেয়ে চলেছে খরস্রোতা তিস্তা। আরাবল্লী পর্বতমালার জন্য সিন্ধু ছাড়া হিমালয় থেকে উৎপন্ন সমস্ত নদীই পূর্ব বাহিনী। অতীতে হিমালয় থেকে সোজা পদ্মার উপরের মূল ভাগীরথীতে গিয়ে মিশত তিস্তা। ১৭৮৭ সালে প্রাকৃতিক বিবর্তনে তিস্তার গতির অভিমুখ বেশ কিছুটা পূর্বে সরে ১২,৫৪০ বর্গকিলোমিটার অতিক্রম করে বাংলাদেশের ফুলচুড়ি ও রংপুর বেসিন দিয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিশে নাম নিয়েছে যমুনা। এই যমুনাই দখিনের শেষ ভাগে মেঘনা নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। তিস্তাকে জল জোগায় বাঁদিকের দিকছু, রংপো, ল্যাংডাং, চু, লাচুং, রাণীখোলা উপনদী।

এরপর পাঁচের পাতায়

অর্থনীতি

হালুয়াওয়ালার বাজেট কতটা মিঠা হবে তা নিয়ে জল্পনা বাজারে

শুদ্ধাশিস গুহ

বাজেটমুখী সপ্তাহ। হার মানাতে পারে যে কোনও থ্রিলার ছবির হাড়হিম করা সাসপেন্সকে। এই ইঁদুর দৌড়ে কখন যে কে এগিয়ে যাবে আর কে পিছবে তা নিয়ে চলতে থাকে অবিরাম চর্চা। এই সাপ–লুডো খেলার মুহূর্তটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত যারা বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাদের কাছে তো অরুণ জেটলির পেশ করতে যাওয়া বাজেটের পরিমাপই আলাদা। ইতিমধ্যে শুরু হওয়া সপ্তাহে অর্থাৎ সোমবার থেকে জোরকদমে শুরু হয়েছে বাজেট–সপ্তাহ। যার দিকে হা–পিত্যেশ করে তাকিয়ে গোটা দেশ। ভারত এর আগেও একাধিক বাজেট পেশ দেখেছে। কংগ্রেস আমলের বাজেট হোক বা বিজেপির গেরুয়া বাজেট সবের মূল দিশা এখন সংস্কারের দিকে ধাবিত হয়। নব্বইয়ের দশক থেকে বিশ্বায়ন পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসার তালে তালে ধাপে ধাপে সংস্কারের আবহের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে গোটা দেশ। এর নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে গত ১০ বছর ধরে যে ইউপিএ–সরকার দেশ পরিচালনা করেছে তার মূল আর্থিক নীতির কারবারী ছিলেন যাঁরা সেই প্রণব মুখোপাধ্যায়, মনমোহন সিং, পি. চিদম্বরমরা বরাবর এই সংস্কারমুখী বাজেটে নজর দিয়েছেন। তবে যাদের নাম উল্লেখিত হল তাদের মধ্যে একমাত্র প্রণববাবু তুলনামূলকভাবে একটু সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হওয়ায় অতটা আক্রমণাত্মক হননি তাঁর অর্থমন্ত্রী থাকার সময়ে। কিন্তু মনমোহন–চিদম্বরমরা আর্থিক সংস্কারকে যেভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন তার বালাই করেননি অন্যরা।

বিজেপি যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্কারের রথের সারথি হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন বর্তমান অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যাশা ছিল এবার বুঝি সংস্কারের চাকা নিজেদের মতো করে ছোটাতে পারবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। সে গুড়ে যে বিস্তর বালি ছেটাবে বিরোধীরা প্রাথমিকভাবে তা বোঝা যায়নি। যত দিন

বাজেটমুখী রুদ্ধশ্বাস সপ্তাহ

গড়াচ্ছে মোদি সাহেবের অশ্বমেধের ঘোড়া ততই আটকে যাচ্ছে বিরোধীদের সম্মিলিত বিরোধিতায়। এদের মধ্যে অদ্ভুত সহাবস্থান দেখা যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল এবং তাঁর কট্টর বিরোধী বামেদের। আসলে বিজেপি ভীতি এমন অনেক যুযুধান প্রতিপক্ষকে মিলিয়ে দিয়েছে। বিহারে যার সর্বোকৃষ্ট উদাহরণ নীতিশ কুমার এবং লালু যাদবের মিত্রতা।

এদের সঙ্গে বিজেপির বাজেটের বিরুদ্ধে এক মঞ্চে আসীন হতে চলেছেন মুলায়ম সিং যাদব, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া এবং দিল্লিতে ম্যাজিক জয় ছিনিয়ে নেওয়া অরবিন্দ কেজরিওয়াল। খুলে–আম সংস্কারের বিরোধিতায় এই তথাকথিত বিরোধীদের সুর একেবারে পঞ্চগ্রামে উঠে গিয়েছে। এখন অর্থনীতির নিরিখে মাপতে গেলে এই ধরনের বিরোধিতা তো আদৌ বাজারকে সমৃদ্ধ করবে না। তবে এর আবার বিরুদ্ধ মতও বিদ্যমান। এই মতাবলম্বীদের বক্তব্য, বিরোধিতার ব্যাপারটা রাজনীতির স্তরে সীমাবদ্ধ। এখানে বাজারের খুব বেশি প্রভাবিত হওয়ার কারণ নেই। তবে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না এই বিরোধিতার বাতাবরণকে। কারণ এদেশের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের একটা বড় অংশ বিদেশি বা এফআইআই। এদের কাছে ভারতের আর্থিক বাজার ইতিমধ্যেই সুনজরে রয়েছে। বিশেষ করে চিনের থেকেও ভারতীয় বাজার অনেকটাই উন্নতির পথে আছে। চিনের বাজারে যদি বামপন্থা পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় উলটো দিকে আবার ভারতে এই সময়ে মোদি–জেটলি যে উদার নীতির কক্ষপথ খুলে দিচ্ছেন তা অনেকটাই সমীচিন। সারা দুনিয়াতে আর্থিক ভাঁটার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে প্রজ্জ্বল্যমান ভারত। বিশ্ব অর্থনীতির বিচারে ভারত যেন এক উজ্জ্বল সূর্য। যে শুধু আলো দেয় না লগ্নিকারীদের সম্পদেও ভরপুর করে দেয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাজেট সপ্তাহ দারুণ গুরুত্ব পাচ্ছে এদেশে। তাতে করে বলে দেওয়া যায় ভারত যা ভাবে আগামী দিনে তা চিন্তা করবে গোটা বিশ্ব। এই উক্তির মর্মার্থ হল ভারতীয় বাজেটের দিকে সারা দুনিয়ারও সমান নজর রয়েছে। অরুণ জেটলির ঝুলি থেকে কি বের হয় দেখার এখন সেটাই। বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে জেটলি সাহেব রসুইঘরে গিয়ে প্রথা মেনে হালুয়া তৈরিতে অংশ নিয়েছেন। সকলে তাতে বেজায় খুশিও হয়েছেন। এখন হালুইকর জেটলিকে এমন এক বাজেট বানাতে হবে যাতে মিঠা কম হলেই ভালো। এমনটাই মনে করছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। কারণ মিঠা বাজেট বলতে জনমোহিনী বাজেট। যা সংস্কারের গতিপথকে রুদ্ধ করে। আবার কড়া বাজেট বলতে একেবারে তিক্ত স্বাদের তা নয়। বলা যেতে পারে তিতকুটে এবং মিষ্টির মেলবন্ধনে একটা ককটেল বাজেট পেশ হওয়ার সুযোগ থাকছে এবার। তবে বিনিয়োগকারী এবং অবশ্যই বিদেশিদের নেশা ধরে যাতে সেদিকটায় আলোকপাত করা হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে যে সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে প্রাক বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় তাতে দেখা যাচ্ছে এবার ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের ওপর অনেকটাই বেশি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আর্থিক বাজেটে প্রতিরক্ষা সেক্টরে বিদেশি বিনিয়োগের পথ খুলে দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি মোদি বর্ণিত মেক ইন ইন্ডিয়া পলিসিকে আলাদাভাবে দেখা হচ্ছে। মোদি সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এখন থেকে আমেরিকার পেন্টাগন আর অস্ত্র রপ্তানি করবে না এদেশে। বরং বিদেশের উন্নত প্রযুক্তি এবং ভারতীয় মেধার যুগলে এক নতুন ছবি উঠে আসবে এই বাজেটে। মোদির এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে দেশের বিভিন্ন সেক্টরের মাপকাঠি পালটে যাবে। এর ফলে রকেটের গতিতে ধাবিত হবে ভারতের উন্নয়নের গ্রাফ। এই ছবিটা যেমন ইতিবাচক আবার সব কিছুই এত তাড়াতাড়ি ম্যাজিকের মতো বদলে যাবে তা নয়। প্রথমেই যেটা উল্লেখ করা হয়েছে রাজনৈতিক বিরোধিতা বরাবর এই উন্নয়নকে সঙ্কুচিত করে আসছে। যে বিরোধিতার দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে তা সহজে নেভার নয়। শুধুমাত্র অর্ডিন্যান্স জারি করে বিল পাস করানো যাবে না তা ভালো মতো বুঝেছে মোদি সরকার। কারণ এর আগেও বিভিন্ন অধিবেশনে এভাবে সরকারের মুখ পুড়েছে। এমনকি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত এভাবে অর্ডিন্যান্স জারি করে বিল পাস করার বিরোধী। তিনি কপিবুক বা রক্ষণশীল পন্থা মেনে চলে এসেছেন আবহমানকাল। সেই ধারা আশা করছেন বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের থেকেও। এই দিকে অবশ্য হালফিলে টনক নড়েছে প্রধানমন্ত্রীর। মুলায়ম–লালুর পারিবারিক বৈবাহিক অনুষ্ঠানকে এই মেলবন্ধনের মঞ্চ হিসেবে বেছেও নিয়েছেন মোদি। যাকে ক্রিকেটীয় পরিভাষায় বলা যায় গুড টাইমিং। এখন টাইমিং ঠিক হলেই তো চলবে না। জেটলির হালুয়া, থুরি বাজেটকেও সংস্কার এবং সাধারণের মধ্যে সমন্বয় রেখেই চলতে হবে। তবেই না ট্রেডাররা গাইতে পারবেন, ‘আ গয়া আ গয়া, হালুয়াওয়ালা আ গয়া।’

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৮ ফেব্রুয়ারি – ৬ মার্চ, ২০১৫

১) মেষ : সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

২) বৃষ : পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। আয় ভালই হবে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কাজগুলি যথাযথভাবে করতে সক্ষম হবেন। এবং তাতে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মের যোগ রয়েছে।

৩) মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে আত্মীয়–কুটুম্বের সমাগম ঘটবে। যাঁরা শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় রেখে চলতে পারবেন।

৪) কর্কট : অর্থনৈতিক বিষয়ে চাপের সৃষ্টি হবে। কিন্তু আপনি অর্থ পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। শিরঃপীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। ধর্মীয় বিষয়ে নূতন পরিকল্পনা করতে পারেন। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে।

৫) সিংহ : সিংহের মত এগিয়ে চলুন, আপনার সফলতা আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে বিরোধ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল হবেনা। কর্মস্থলে কিছু সমস্যায় পড়তে পারেন। বুদ্ধি করে চলতে হবে।

৬) কন্যা : আপনাকে বিবিধ সমস্যায় পড়তে হবে কিন্তু আপনি তার সমাধান করে ফেলতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও ছিদ্রান্বেষী লোকেরা ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। বাত বা বাতজাতীয় পীক্ষায় কষ্ট।

৭) তুলা : শরীর নিয়ে বিবিধ সমস্যায় পড়বে। আর্থিক বিষয়েও চাপের সৃষ্টি হবে। মনের শান্তি বজায় থাকবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে গোলমালের কিছুটা অবসান হতে পারে। এখনি নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না। শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

৮) বৃশ্চিক : বিভিন্ন রকম গোলমালের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। কর্মের যোগাযোগ রয়েছে। চলাফেরায় সতর্ক হবেন।

৯) ধনু : অতিরিক্ত চিন্তা থেকে আপনাকে স্নায়ু রোগে কষ্ট পেতে হবে। খাওয়া–দাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সংযম থাকতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পায়ে হাড়ের উপর চোট লাগতে পারে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তান বিষয়ে শুভ।

১০) মকর : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভের যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় সমস্যা থাকলেও সাফল্য পাবেন। সপ্তাহের শেষের দিকে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। দায়িত্বমূলক অথবা যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য, আয় আগের তুলনায় ভাল হবে। বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হতে পারে।

১১) কুম্ভ : মাথা গরম করলে কোন কাজ ঠিকমত করতে পারবেন না। ধীর–স্থির হয়ে খুব চিন্তা করে কাজ করতে হবে। অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অর্থ রোজগার করতে হবে। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মনোমালিন্য ঘটবে।

১২) মীন : কবি বা সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হলেও বাধা আসবে। শরীর আগের তুলনায় ভাল হবে। তবুও সাবধানে থাকা দরকার। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ক্রোধ কমাতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে লেকচারার

কাজের খবর

পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতের কলেজগুলির ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর’ পদে চাকরি ও ‘জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপে’র জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আর বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সংক্রান্ত গবেষণা সংসদ(CSIR–UGC Test) ‘ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট বা, ‘NET’ পরীক্ষার জন্য এখন দরখাস্ত নিচ্ছে। ভৌত বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গাণিতিক বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স, আর্থ, অ্যাটমোস্ফিয়ারিক, ওসান ও প্ল্যানেটরি সায়েন্স বিষয়ের বি এস (৪ বছর), বিই/বিটেক, বি ফার্মা/এম বিবিএস/বিএসসি (অনার্স)/ইন্টিগ্রেটেড বি এস–এমএস পাশ ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর থাকলে আবেদন করতে পারেন। ভৌত বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গাণিতিক বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স, আর্থ, অ্যাটমোস্ফিয়ারিক, ওসান ও প্ল্যানেটরি সায়েন্স বিষয় নিয়ে এম. এসসি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী, শারিরীক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী হলে ৫০% আর ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রার্থীরা ১৯–৯–১৯৯১’এর আগে মাস্টার ডিগ্রি করে থাকলে ৫০%) নম্বর থাকলে আমদেন করতে পারেন। যাঁরা এবছর ওইসব শাখার এম এসসি বা সমতুল কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ‘জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপে’র বেলায় ১–৭–২০১৫’র হিসাবে ১৯ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ওবিসি সম্প্রদায়, দৈহিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ও মহিলা প্রার্থীরা বয়সের ৫ বছর ছাড় পাবেন। ‘লেকচারার’ পদের বেলায় বয়সের ক্ষেত্রে কোনও কড়াকড়ি নেই।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ‘নেট’ পরীক্ষা হবে ২১ জুন। পূর্ব ভারতে এই সব কেন্দ্রে : কলকাতা, গুহায়াটি, জামশেদপুর ও ভুবনেশ্বরে। পরীক্ষা নেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। পরীক্ষা হবে মর্নিং সেশন ও আফটারনুন সেশনে। ৩ ঘন্টার লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই ৩টি বিষয় : (১) লাইফ সায়েন্স, (২) আর্থ, অ্যাটমোস্ফিয়ারিক, ওসান ও প্ল্যানেটরি সায়েন্স, (৩) ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্স, (৪) ফিজিক্যাল সায়েন্স, (৫) কেমিক্যাল সায়েন্স, (৬) ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স। সব পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ (এম সি কিউ) টাইপের। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দি ভাষায়।

প্রশ্নপত্র হবে ৩টি পার্টে। পার্ট–এ’তে থাকবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল অ্যাপ্টিটিউট, লজিক্যাল রিজনিং, গ্রাফিক্যাল অ্যানালাইসিস, অ্যানালিটিক্যাল অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, কোয়ান্টিটেটিভ কম্পারিজন, সিরিজ ফর্মেশন, পাজেল ইত্যাদি।

পার্ট বি’তে থাকবে অঙ্ক ও ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্টিটিউট বিষয়ের কনভেনশনাল মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন। পার্ট সি’তে থাকবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। চূড়ান্ত সফল প্রার্থীদের তালিকা তৈরি হবে এই দুই পেপারে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে। বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন ইনফর্মেশন বুলেটিন থেকে বা এই ওয়েবসাইটে : www.csirthrdg.res.in জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের জন্য দরখাস্ত করে পরীক্ষা দিয়ে সফল হলে গবেষণা করার জন্য ২ বছর ফেলোশিপ পাবেন। এরপর বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রার্থীর গবেষণা দেখে সুপারিশ করলে তৃতীয় বছর থেকে ফেলোশিপ। তারপর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হয়ে আরো ৩ বছর গবেষণা করতে পারবেন। লেকচারার পদের জন্য দরখাস্ত করে সফল হলে ‘লেকচারার’ পদে চাকরির জন্য মনোনীত হবেন। লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র বদলের জন্য চিঠি লেখার শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল। মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা পাবেন ওয়েবসাইটে ১৫ মে। লিখিত পরীক্ষার ই–অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে জুনের মাঝামাঝি।

দরখাস্ত করতে পারেন অনলাইনে, ১২ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে www.csir–trdg.res.in অনলাইনে দরখাস্ত করলে ওয়েবসাইট থেকে ব্যাঙ্ক চালানের কপি প্রিন্ট করে নেবেন। পরীক্ষা ফী বাবদ ১,০০০ (ও বি সি হলে ৫০০, তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ২০০) টাকা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের কোনো শাখায় জমা দেবেন ১১ মার্চের মধ্যে। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর প্রিন্ট করে নেবেন। এবার ওই ফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় সই করে হার্ড কপি ডাকে পাঠাতে হবে। তখন দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন ‘Subject Code, Centre Code & Medium Code’ দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে। পৌঁছনো চাই ১৭ (আন্দামান–নিকোবর দ্বীপুঞ্জ ও উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যের প্রার্থীদের বেলায় ২৩ মার্চের মধ্যে। এই ঠিকানায় : Sr. Controller of Examination Examination Unit, Human Resource Development Group, CSIR Complex, Opposite Institute of Hotel Management, Library Avenue, Pusa, New Delhi–110012 আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন ওপরের ওই ওয়েবসাইট থেকে।

কামারহাটি পুরসভায় ৯৬

বিভিন্ন পদে ৯৬ জন কর্মী নিয়োগ করবে উত্তর ২৪ পরগনার কামহারহাটি পুরসভা। নিয়োগ হবে মজদুর, হেল্পার, ক্লার্ক ও ড্রাইভার পদে।

মজদুর : শূন্যপদ ৫৭টি (সাধারণ ৩০, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১০)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাশ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। বেতনক্রম : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা।

হেল্পার : শূন্যপদ ২১টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি১০)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাশ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। বেতনক্রম : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

ক্লার্ক : শূন্যপদ ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বিসি১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক অথবা সমতুল। কম্পিউটার ও টাইপিংয়ে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। বেতনক্রম ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

ড্রাইভার : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২, ইসি১)। শিক্ষগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাশ। অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সহ হেভি ভেহিকল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৩০০ টাকা।

বয়স : ১–৩–২০১৫ তাখি সবক্ষেত্রেই ১৮–৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা ৫ ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৮ বছরের ছাড় পাবেন।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.kamarhatimunicipality.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

◆ ৩ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো। এর মধ্যে একটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। অপর ২টি ফটো দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন।

◆ বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

◆ কাস্ট বা ওবিসি বা দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

◆ নাম ঠিকানা লেখা ও প্রতিটিতে ৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো দুটি খাম।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর বিজ্ঞপ্তি নম্বর ও যে পদের জন্য দরখাস্ত করছেন, তার নাম লিখে দেবেন।

দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা : Chairman, Kamarhati Municipality, 1, M. M. Feeder Road, P.O. Belghoria, Kolkata–700 056.

২৭ ফেব্রুয়ারি মধ্যে দরখাস্ত সরাসরি গিয়ে উপরোক্ত ঠিকানায় রাখা নির্দিষ্ট বাক্সে জমা দিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণে বিকল্প পথে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে স্কুল স্তরে এখনই প্রায় ৫৬ হাজার শূন্যপদ। এভাবে চলতে থাকলে বছরের শেষে তা ৭০ হাজারে পৌঁছবে বলে ধারণা খোদ শিক্ষামন্ত্রীর। অথচ প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীদের নিয়োগে দিল্লি সবুজ সংকেত দেয়নি। ফলে, যেসব স্কুলে শিক্ষক উদ্বৃত্ত সেখান থেকে বদলির মাধ্যমে যেখানে শিক্ষক প্রয়োজন সেখানকার শূন্যপদগুলি পূর্ণ করার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। এমনকী এ জন্য পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অঞ্চল, সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত শ্রেণি সংক্রান্ত যে শর্ত থাকে, তাও প্রয়োজনে শিথিল করার কথা ভাবছে রাজ্যের শিক্ষা দফতর। ২৩ ফেব্রুয়ারি বিধানসভার বাইরে এমন ইঙ্গিতই দিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এদিন বিধানসভার মধ্যেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বিরোধী সদস্যদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় শিক্ষামন্ত্রীকে। তাঁদের প্রশ্নের জবাবে পার্থবাবু বলেন, প্রাথমিকে ৩০ হাজার শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তা ছাড়াও রাজ্যে শিক্ষকের চাহিদা প্রচুর। কিন্তু শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ নেওয়া সমসংখ্যক প্রার্থী রাজ্যে নেই। এই অবস্থায় প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য ছাড়ের মেয়াদ বাড়াতে নতুন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি লিখলেও তার উত্তর মেলেনি বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। এদিন তিনি বলেন, ওড়িশা–ত্রিপুরার মতো কয়েকটি রাজ্যকে এক্ষেত্রে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে তা দেওয়া হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন (এনসিটিই)–এর নিয়ম অনুযায়ী সারা দেশের ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শিক্ষকতা করার জন্য প্রার্থীর ডিএলএড ডিগ্রি এবং পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকতার ক্ষেত্রে প্রার্থীর বিএড ডিগ্রি থাকা আবশ্যিক। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকতার ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা শিক্ষকের মোট চাহিদার তুলনায় কম বলেই ২০১৪–র ৩১ মার্চ পর্যন্ত শিক্ষকতার প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ছাড়ের আওতায় ছিল রাজ্য। কিন্তু লোকসভা ভোটের কারণে ৩১ মার্চের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া যায়নি। এরপরই ছাড়ের মেয়াদ বাড়াতে রাজ্য সরকার, এমনকী রাজ্যপালের তরফেও কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দফতরে চিঠি গিয়েছে। কিন্তু সে–সব চিঠির কোনও উত্তর মেলেনি। এই অবস্থায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীদের বাদ দিয়েই পরীক্ষা নেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, মোট শূন্যপদ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের (মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আবেদনকারী : ১৯,৪৯৭) দিয়ে ভরাট হবে না জেনেও। এস এস সি–র ক্ষেত্রে সেটুকু করাও সম্ভব হয়নি আদালতের স্থগিতাদেশ জারি থাকায়।

এই প্রেক্ষিতে রাজ্যের কোনও জেলায় কত স্কুলে ছাত্র আছে কিন্তু শিক্ষক নেই এবং কত স্কুলে ছাত্র নেই কিন্তু শিক্ষক উদ্বৃত্ত, রাজ্য সরকার সেই তালিকা তৈরি করছে। উদ্বৃত্ত শিক্ষকদের বদলি করে অন্যত্র শিক্ষকের অভাব পূরণ করে অবস্থা সামাল দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। এ জন্য এসএসসি–র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অঞ্চল, শ্রেণি–সংক্রান্ত শর্ত তুলে দেওয়া যায় কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে এদিন বিধানসভার বাইরে জানান মন্ত্রী। সেইসঙ্গে এসএসসি–র পরীক্ষা দিয়ে চাকরিপ্রাপ্তদের বদলির পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনতে চায় সরকার। এখনও পর্যন্ত পাঁচ বছর কাজ না করা পর্যন্ত বদলির জন্য আবেদন জানাতেই পারেন না কর্মরত শিক্ষকরা। এই সীমাও এবার শিথিল করতে চায় রাজ্য সরকার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ নেই বলে যাঁরা প্রাথমিকের ‘টেট’ পরীক্ষায় বসতে পারছেন না, তাঁদের ফর্ম কেনার টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবে সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের চালান দেখাতে হতে পারে।

প্রাথমিক কোন জেলায় কত শূন্যপদ

জেলা	শূন্যপদ
কলকাতা	১০৬২
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	২৭০৫
উত্তর ২৪ পরগনা	২৯৬৭
হাওড়া	১২৬৯
হুগলি	১১৭৫
নদিয়া	৬৭৯
মুর্শিদাবাদ	২৬৬৪
পূর্ব মেদিনীপুর	৩৪৮
পশ্চিম মেদিনীপুর	৭৮৮
বাঁকুড়া	১৭২৭
পুরুলিয়া	১৪৭৩
বর্ধমান	১৯৪৪
বীরভূম	১৫৭৬
মালদা	২৫০৫
দক্ষিণ দিনাজপুর	১০৬৯
উত্তর দিনাজপুর	১৯৯১
কোচবিহার	১৩৭০
জলপাইগুড়ি	২১৫২
দার্জিলিং (শিলিগুড়ি)	৫৩৬

ব্যাঙ্কে ক্লার্ক

বেশ কিছু ক্লার্ক নেমে ফেডারেল ব্যাঙ্ক। নিয়োগ হবে পশ্চিমবঙ্গ–সহ বিভিন্ন রাজ্যে। অন্যতম পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর–সহ সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। অন্যান্য শাখার গ্র্যাজুয়েটরাও মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলে আবেদন করতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার, আইনের গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদন করতে পারেন, তবে ডিগ্রিতে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

বয়স : ১–১১–২০১৪ তারিখে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ প্রার্থীর জন্মতারিখ ১–১১–১৯৯০–এর আগে হলে চলবে না।

প্রার্থী বাছাই হবে অ্যাপ্টিটিউট টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট হবে এইসব বিষয়ে : রিজনিং, ইংরেজি, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, জেনারেল অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস ও কম্পিউটার নলেজ। মোট ১৫০টি প্রশ্ন হবে। প্রতি প্রশ্নের মান ১। সময় দেড়ঘন্টা। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে।

অনলাইন অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট ১৪ ও ১৫ মার্চ। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

বেতনক্রম : ৭,২০০–১৯,৩০০ টাকা। এই নিয়োগের নোটিস নম্বর : HR–TAD/Rec/2015.

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.federalbank.co.in ৫ মার্চ পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

উপরোক্ত ওয়েবসাইটের কেরিয়ার’স লিঙ্ক ব্যবহার করে দরখাস্ত করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা)। ফি দিতে হবে মাস্টার/ভিসা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে বসার আগে নিজের পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সই স্ক্যান করার পরে সেভ করবেন, অনলাইন দরখাস্তে আপলোড করতে হবে। প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে।

অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর সেটির একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। অ্যাপ্টিটিউট টেস্টের সময় এই প্রিন্ট আউট দরকার হবে। অ্যাপ্টিটিউট টেস্টের কললেটার ডাউনলোড করা যাবে ১১ মার্চ থেকে। খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে মাধ্যমিকে টুকটুকি

নিজস্ব প্রতিনিধি : টুকটুকি জন্মানোর পর থেকেই লড়াইটা শুরু হয়েছিল পরিবারের সদস্যদের। সেই লড়াই আজ টুকটুকিকে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার চ্যালেঞ্জ নিতে সাহস জুগিয়েছে। মথুরাপুর–১ ব্লকের শিবগঞ্জের টুকটুকি মোল্লা এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বছর একুশের টুকটুকি স্থানীয় কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের ছাত্রী। সিট পড়েছে কুলপির মির্জাপুর অ্যাংলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাই স্কুলে। সেন্টারের দূরত্ব বাড়ি থেকে প্রায় ২০ কিমি। যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেন্টারে আসাও চ্যালেঞ্জ একশ শতাংশ প্রতিবন্ধী টুকটুকির। মোল্লা পরিবারের প্রধান টুকটুকির বাবা জসিমুদ্দিন পেশায় দিনমজুর। তাঁর ৫ মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে টুকটুকি তৃতীয়। পরিবারের আয় খুব সামান্য। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী টুকটুকির জন্মানোর পর হতাশ হয়ে পড়েছিল পরিবার। ছোটবেলায় খুব বেশি বোঝা না গেলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টুকটুকির শারীরিক প্রতিবন্ধকতা প্রকট হয়ে পড়ে। ছোট থেকে খাওয়ানো, বসানো সব করতে বয়সে বড় দিদি কারিমা। সেই দিদি বছর দশেকের টুকটুকিকে নিয়ে

প্রথম স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিল। তারপর আস্তে আস্তে ক্লাসের পর ক্লাস পাশ করে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী টুকটুকি। দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর গত বছর তিনেক মা তমিনা বিবি মেয়ের দেখভাল করেন। প্রতিদিন বাড়ি থেকে স্কুলের তিন কিমি রাস্তায় টুকটুকি হুইলচেয়ারে আসে। বাড়ি থেকে কোলে করে বের করে হুইলচেয়ারে বসিয়ে দেন মা। তারপর পেছনে ঠেলতে ঠেলতে পৌঁছে দেন স্কুলে। স্কুলের সহপাঠী ও শিক্ষকদের আলাদা সমীহ আদায় করে নিত টুকটুকি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দনকুমার মাইতি বলেন, 'পঞ্চম শ্রেণী থেকে টুকটুকি এখানে পড়ছে। ওর অদম্য জেদ যে কোন ছাত্রীর কাছে শিক্ষণীয়। আমরা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছি। আগামী দিনেও পাশে থাকব।' পড়াশুনোয় মেধাবী টুকটুকি। কিন্তু টাকার অভাবে প্রাইভেট টিউশন নিতে পারেনি। স্কুলের শিক্ষকরাই তাকে সাহায্য করেছেন। মোল্লা পরিবারের প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া টুকটুকি। বাড়ির কেউ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েনি। সেই প্রথম। কিন্তু টুকটুকি লড়াইটাকে খুব সহজে নিয়ে নিয়েছে। টুকটুকির কথায়, 'শিক্ষা আমার জন্মগত অধিকার। হার মানার কোন জায়গা নেই। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়তে চাই আপাতত। ভবিষ্যতের কথা এখনই ভাবছি না।' মেয়ের এই লড়াইয়ের কথা বলতে গিয়ে ভেজা গলায় টুকটুকির বাবা জসিমুদ্দিন বলেন, 'টুকটুকি কোনদিন স্কুলে যেতে পারবে ভাবিনি। আজ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে।'

হাসপাতালেই মাধ্যমিক দিচ্ছে আহত মাসুদা

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : মঙ্গলবার দুপুরে জখম মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী এক ছাত্রী মহকুমা হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দেয়। জখম ছাত্রীর নাম মাসুদা শেখ। সে তালাদি সুরবালা শিক্ষায়তন ফর গার্লস স্কুলের মাধ্যমিকের ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার সিনেমা রোড এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে তালাদি এলাকার বাসিন্দা দশম শ্রেণীর প্রতিবন্ধী ছাত্রী মাসুদা শেখ। এ বছর সে মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী। তার পরীক্ষার সেন্টার পড়েছে ক্যানিং দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ে। এদিন তার ইংরেজি পরীক্ষা ছিল। যথাসময়ে প্রতিবন্ধী ছাত্রী মাসুদা বাড়ি থেকে বের হয় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। সেন্টারে পৌঁছানোর আগে সিনেমা রোডে মোটর বাইক ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে মোটর বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় পরীক্ষার্থী মাসুদা। রাস্তায় পড়ে তার মাথা ফেটে যায় এবং গুরুতর জখম হয়। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে জখম ছাত্রীকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। এদিকে খবর পেয়ে জখম ছাত্রীকে দেখতে যান ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত

সমিতির সভাপতি তৃণমূলের পরেশ রাম দাস। ক্যানিং থানার ওসি সতীনাথ চট্টরাজ, প্রধান শিক্ষিকা রোকেয়া বেগম, স্কুল পরিচালন সমিতির সম্পাদক অর্ণব রায় প্রমুখ। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ইন্দ্রনীল সরকার বলেন, মোটর বাইক ও সাইকেলের ধাক্কায় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মাসুদা শেখ গুরুতর জখম হয়। তার মাথা ফেটে যায় রক্তক্ষরণ হয়। মাথার সিটি স্ক্যান করানো হয়েছে। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে। তবে এখন একটু সুস্থ হয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। তার পাশে নার্স–চিকিৎসকরা আছে, যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয়। দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রোকেয়া বেগম বলেন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রী মাসুদা বেগম সেন্টার পড়েছে এই স্কুলে। সেন্টারে আসার সময় দুর্ঘটনায় জখম হয় ছাত্রী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানায়। চিকিৎসক এবং বোর্ডে কথা বলে আলোচনার মাধ্যমে হাসপাতালে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছাত্রী হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সেই বিষয়টিও দেখা হচ্ছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস বলেন তালাদির মাধ্যমিকের প্রতিবন্ধী ছাত্রী মাসুদা শেখ পরীক্ষা সেন্টারে আসার সময় মোটরবাইক ও সাইকেলের দুর্ঘটনায় জখম হয় পরীক্ষার্থী ছাত্রী। খবর পেয়ে ছাত্রীর চিকিৎসা ও পরীক্ষা দেওয়ার সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ক্যানিং হাসপাতালে বসে ছাত্রী মাসুদা পরীক্ষা দেয় এবং ওখানে তার চিকিৎসা চলছে। পুলিশ জানান মোটরবাইক ও সাইকেলের সংঘর্ষে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রী জখম হয়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে জখম ছাত্রী হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দেয়।

রেল প্রকল্পের জটে আটকে হাঁসফাঁস

শুভজিত দাস

রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় একগুচ্ছ রেল প্রকল্পের ঘোষণা ও শিলান্যাস করেন। আর এই প্রকল্পগুলোকে ঘিরে এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি রুটি রোজগারের স্বপ্ন দেখেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। বর্তমানে প্রকল্পগুলোর একটিও বাস্তবায়িত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা।

২০০৯ সালে জয়নগর থেকে রায়দিঘি পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫ কিমি নতুন রেলপথ সম্প্রসারণের ঘোষণার পাশাপাশি শিলান্যাস করেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য এলাকার কয়েকশো কৃষকদের থেকে জমি অধিগ্রহণের জন্য নোটিশও পাঠায় রেল দফতর। এমনকি জমি দিতে উদ্যোগী হন কৃষকেরা। কিন্তু ২০১১–র বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর রেল মন্ত্রীত্ব ছেড়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা। তারপর থেকেই প্রকল্পটি ঠান্ডা ঘরে চলে যায়। কৃষকদের অভিযোগ, 'রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এ রাজ্যের ক্ষমতায় আসার জন্য ভোট পেতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মমতা। বাস্তবায়িত করার লক্ষ্য থাকলে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ শুরু করতে পারতেন। বর্তমানে জমিদাতারা রেলপথ সম্প্রসারণের দাবিতে জোট বেঁধে জয়নগর–রায়দিঘি রেলপথ সম্প্রসারণ আন্দোলন কমিটি গড়ে তুলেছেন। সম্প্রসারণের দাবিতে ওই আন্দোলন কমিটি এলাকায় মিটিং–মিছিল চালাচ্ছে জোরকদমে। কমিটির সম্পাদক লক্ষ্মণ মন্ডলের দাবি, 'এই রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত শুরু না হলে আগামী দিনে জমিদাতাদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।' একই চিত্র নামখানা থেকে বকখালি নতুন রেলপথ সম্প্রসারণেও। ওই বছরেই ঘোষণা ও শিলান্যাসের পরও দীর্ঘ ১৫ কিমি নতুন রেলপথ বিশ বাঁও জলে। অন্যদিকে কাকদ্বীপ থেকে সাগরদ্বীপের কপিলমুনির আশ্রম পর্যন্ত মুড়িগঙ্গা ব্রিজের ওপর দিয়ে দীর্ঘ ৩০ কিমি নতুন রেলপথ সম্প্রসারণের ঘোষণা করেছিলেন মমতা। এক্ষেত্রে শিলান্যাস আর করা হয়ে ওঠেনি। গ্রাম বাংলার মানুষের প্রশ্ন উন্নয়ন হল কোথায়?

দুষ্কৃতীদের আক্রমণে জখম প্রধান শিক্ষক, গ্রেফতার–১

নিজস্ব প্রতিনিধি, তালদি : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্কুল করে প্রধান শিক্ষক বাড়ি ফেরবার সময় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী হঠাৎ চড়াও হলে গুরুতর জখম হয় প্রধান শিক্ষক। জখম প্রধান শিক্ষকের নাম সঞ্জয় নস্কর। তিনি এখন ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার তালদি মোহনচাঁদ হাইস্কুল এলাকার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সোনারপুর থানার গোরখারা এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় নস্কর ২০১০ সালে ১৬ জুন তালাদি মোহনচাঁদ হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে জয়েন করে। এদিন যথা সময়ে স্কুল ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেই সময় স্কুলের রাস্তায় হঠাৎ–ই বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী চড়াও হয়। তাকে বেধড়ক মারধর করে। মারধরে গুরুতর জখম হয়। বিষয়টি স্থানীয় বেশ কিছু মানুষ জন এবং সহ শিক্ষকরা দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে। তারা খবর দেয় থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ বাহিনী।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে আনসার গাজি নামে একজনকে গ্রেফতার করে। প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় নস্কর বলেন ১৫ থেকে ২০ জনের দুষ্কৃতীদল আমার উপর চড়াও হয়। বেধড়ক মারধর করে। আমার চশমা ভেঙে যায়। মাথায় আঘাত হয়। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা সিটি স্ক্যান করতে দিয়েছে। এখনি সিটি স্ক্যান হবে। তিনি আরো বলেন স্কুলের একটি জমি জবর দখল হয়ে যাচ্ছিল। সেটি উদ্ধার করতে আমি তৎপর হই। ফলে আমাকে প্রায় সময় হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বিভিন্ন ভাবে। তবে এ বিষয়ে থানার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানান দুষ্কৃতিদের আক্রমণে জখম হয় এক প্রধান শিক্ষক। সে এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্তে নেমে ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চলছে। পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাস্তার কাজে নজির বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বুধবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজার থেকে ক্যানিং ডেভিড সেগুন হাইস্কুল পর্যন্ত ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল নিজে ইট ভেঙে, নিজে কাজ করে রাস্তার উদ্বোধন করেন। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের পরেশ রাম দাস, মাতলা–১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপন সাহা, উত্তম দাস প্রমুখ। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন এই রাস্তাটি নির্মান হয়ে গেলে শুধু সাধারণ মানুষ নয় স্কুল–কলেজের ৫ হাজার ছাত্র ছাত্রী উপকৃত হবে। এছাড়া ক্যানিং বাজারের কয়েক হাজার ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে এই পিচের রাস্তা তৈরি হবে আজ থেকে রাস্তার কাজ শুরু হল। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল আরও বলেন বিগত বাম সরকারের আমলে সুন্দরবনের সার্বিক কতটা উন্নয়ন হয়েছে তা সকলের কাছে অজানা নয়। বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুন্দরবন সফরে এসে এক গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছে। সেই কাজগুলি দ্রুততার সঙ্গে হচ্ছে। এমনকি বহু কাজ শেষ হয়ে গেছে। বিরোধীরা যতই অপপ্রচার করুক না কেন মানুষই ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে যোগ্য জবাব দেবে। ইতিমধ্যে মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯টি পাকা ঢালাই ক্রংক্রিটের রাস্তা নির্মান হয়েছে। এমন কি ক্যানিং–১ ব্লকে নতুন ৭০টি কংক্রিটের পাকা ঢালাই রাস্তা তৈরি হয়েছে। এদিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন।

মাঝরাতে ফোন করে ডেকে খুন মগরাহাটের ব্যবসায়ীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : ফোন করে ডেকে গুলি করে খুনের অভিযোগ উঠল মগরাহাটের ব্যবসায়ী হাসানুর মোল্লা (২৪) ওরফে খোকনকে। বুধবার গভীর রাতে স্থানীয় মাহিতলার কাছে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁকে। পরে মগরাহাট ব্লক হাসপাতাল থেকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। আসগার ফকির, বোটো ও আবু হোসেন জড়িত বলে মৃত্যুর আগে ভাইয়ের কাছে জানিয়ে গিয়েছেন নিহত খোকন। পুলিশ সেই জবানবন্দি ধরে ঘটনার তদন্তে নেমেছে। নিহত খোকন ২০১৩ সালে ডায়মন্ড হারবারের একটি আবাসিক হোটেলে স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত। সেইসময় গ্রেফতারও হয়েছিল খোকন। পরে জামিন পায়। তবে ব্যবসায়িক না মহিলা ঘটিত কারণে এই খুন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। খোঁজ চলছে নিহত ব্যবসায়ীর মোবাইল ফোনের কল লিস্ট ধরে। ঘটনায় আসগার, বোটো ও আবু হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মগরাহাট এলাকায় এমব্রয়ডারি ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন খোকন। পাশাপাশি পুকুর লিজ নিয়ে মাছের চাষও করতেন। পরিবারের তিন ভাইয়ের মধ্যে খোকন বড়। তাঁর উপার্জনে চলত পরিবার। বুধবার রাত একটা নাগাদ খোকনের মোবাইলে একটি ফোন আসে। ফোন আসা মাত্র বন্ধু বাদুকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেল চেপে বেরিয়ে পড়েন। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা আসার পর বেশ কয়েকজন যুবক তাঁকে ঘিরে ধরে। খোকনকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি চালায়। গুলি শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। গুলি করার পর দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। জখম বন্ধু বাদুও পালিয়ে যায়। সেইসময়

শোকার্ত হাসানু মোল্লার পরিবার

নিজের মোবাইল থেকে ফোন করে ভাই মিজানুরকে ডেকে নেন খোকন। তাঁকে যুবক আসগার, বোটো ও আবু হোসেন গুলি করেছে বলে ভাই মিজানুরকে জানান। গুলিবিদ্ধ খোকনকে প্রথমে মগরাহাট ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে খুনের ঘটনায় চাপা উত্তেজনা ছিল মাহিতলা এলাকায়। অভিযুক্তদের বাড়ি ভাঙচুর করে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। নিহত খোকনের স্ত্রী রাকিবা বিবি সন্তানসম্ভবা। স্বামীর খুনের খবর পাওয়ার পর থেকে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। এদিন তিনি বলেন, 'একটি ফোন পেয়ে বেরিয়েছিল আমার স্বামী। ওকে পরিকল্পনা করে খুন করেছে আসগার, বোটো, আবু হোসেনরা। আমরা বিচার চাইছি।' এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) অর্ণব বিশ্বাস বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

রেল লাইনে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপর : বুধবার সকালে রেল লাইনের ধার থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে রেল পুলিশ মৃত ব্যক্তির নাম গৌতম মৃধা। ঘটনাটি ঘটে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার পিয়ালি স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইনের ধারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার অন্তর্গত জেলিয়া দয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা গৌতম মৃধা পিয়ালিতে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। এদিন সকালে বেশ কিছু মানুষজন রেল লাইনের ধারে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে। তারা সঙ্গে সঙ্গে জিআরপিকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ক্যানিং ও সোনারপুর জি আর পি ঘটনাস্থলে এসে দেহটি উদ্ধার করে। জি আর পি জানান আপ ৪.১৫ টায় ক্যানিং লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতের পরিবার এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছে। পরিবারের দাবি এটি খুন করা হয়েছে। অন্যদিকে লক্ষ্মীকান্তপুর রেল লাইনের পাশে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে বারুইপুর জিআরপি পুলিশ মৃত আনুমানিক রাম ৩৫ বছর। জি আর পি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সকালে ট্রেনে কাটা পরে এই মৃত্যু হয়। উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মহানগরে

এবার গুগ্‌ল প্রকল্পের আওতায় পুর বিদ্যুৎ বিল

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : কলকাতা পুর নিগম এলাকায় সাড়ে ১০ হাজারেরও অধিক ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ বসানোর আগে প্রতি মাসে পুর নিগমের কেন্দ্রীয় পুর ভবনে 'সিইএসসি'র ইলেকট্রিসিটি বিল আসত ১৩ কোটি টাকার মতো। কিন্তু গত ৩–৪ বছরে সেই বিল এখন বেড়ে প্রায় ৩০ কোটি টাকায় এসে ঠেকেছে। কিন্তু এর পরেও পুর কর্তৃপক্ষ শহরে আরও ত্রিফলা বাতিস্তম্ভ বসানোর ব্যাপারে কোনও কৃপণতা করছে না। সেজন্য এই বেলাগাম বিদ্যুৎ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ না করে বিদ্যুৎ চুরি রোখার নয়া এক পদ্ধতি কার্যকর করতে পুর কর্তৃপক্ষ তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। বিদ্যুৎ চুরি ঠেকাতে এবার শহরের সমস্ত রকমের বাতি স্তম্ভ গুলিকে 'গুগ্‌ল ম্যাপে' সংযোজিত করতে কলকাতা পুর নিগম উদ্যোগী হয়েছে। পানীয় জলের জন্য বুস্টার পাম্পিং স্টেশন, নিকাশি দফতরের ড্রেনেজ স্টেশন–সহ যে সমস্ত স্টেশন বা জায়গায় অধিক বিদ্যুৎ ব্যয় হয়, সেগুলিকেও এই 'গুগ্‌ল ম্যাপে' সংযোজন করা হবে বলে পুর সূত্রে খবর। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি উক্ত প্রকল্পটি ভীষণ লাভজনক। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হলে বাতিস্তম্ভ–পিছু বিদ্যুৎ ব্যয় কত, কোনও বাতিস্তম্ভ থেকে বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে কী না, তারও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাওয়া যাবে। পুর আধিকারিকদের বক্তব্য, পুর বিদ্যুৎ চুরি, বিদ্যুৎ বিলে লাগাম দিতেই এ সিদ্ধান্ত। কিন্তু পুর প্রশাসনেরই একাংশ আধিকারিকের ব্যাখ্যা, মূল সমস্যাকে ঢাকা দিতেই একটা চেষ্টা চলছে। কারণ শহরের সাদা ত্রিফলার আলোর জন্যই মাসিক পুর বিদ্যুতের 'সিইএসসি'র বিল দ্বিগুণের অধিক পরিমানে বেড়েছে। তাদের আরও ব্যাখ্যা, এই 'গুগ্‌ল ম্যাপ' প্রকল্প এ বিষয়ে কতটা কার্যকরী হবে, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এই 'গুগ্‌ল ম্যাপ' প্রকল্পটি দিয়ে বিদ্যুৎ চুরিতে লাগাম টানা যাবে না। যদিও পুর কর্তৃপক্ষের স্থির বিশ্বাস, ত্রিফলা বাতিস্তম্ভের জন্য মাসিক পুর বিদ্যুৎ বিলে বৃদ্ধি ঘটেনি। শহরে নয়া ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন, বুস্টার পাম্পিং স্টেশন ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং কম্প্যাক্টর স্টেশন বৃদ্ধির ফলে মাসিক বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধির মূল কারণ।

রাশিকৃত প্রজেক্টের খাতা নিয়ে বিদ্যাসাগর ভবন নাকাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ২০১৫–র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আগামী ১৩ মার্চ শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলেছে। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট হল, সম্পূর্ণ নয়া পাঠক্রমে ৪৫টি বিষয়ের পরীক্ষা। এরই সঙ্গে রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই প্রথম বার সাতটি নয়া বিষয়ের পরীক্ষা। ফলে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কিছু না কিছু অকল্পনীয় ঘটনা ঘটবে এটাও অস্বাভাবিক নয়। ঘটনাটি হল লিখিত পরীক্ষা শুরু আগেই সল্টলেক সেক্টর–২ করুণাময়ী বাসস্টপের নিকটস্থ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বিদ্যাসাগর ভবনের এক তলায় রাশি রাশি ২০ নম্বরের প্রজেক্টের খাতা ছাদ ছোঁওয়া অবস্থায় জমে উঠেছে। এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আট লক্ষেরও বেশি। সংসদ কর্মচারীদের মতে এই প্রজেক্টের খাতার পরিমাণ ৪৫–৪৮ লক্ষের মতো। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে নিত্য এই খাতা এসে পৌঁছচ্ছে। ২০১৩ থেকে সংসদের সকল বিষয়ের পাঠক্রম আমূল বদল হয়ে নয়া চেহারায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে হাজির হয়েছে। ২০১৩ থেকে সর্বভারতীয় স্তরের পাঠক্রমের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তোলার জন্য এই পাঠক্রমে এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন হয়েছে। সে সূত্রেই এসেছে ২০ নম্বরের প্রজেক্ট। ১০টিরও বেশি ৩০ নম্বরের প্র্যাকটিক্যাল বিষয় ছাড়া বাকি প্রতিটি বিষয়েই এখন পরীক্ষার্থীদের ২০ নম্বরের প্রজেক্ট ফাইল তৈরি করতে হচ্ছে।

বর্তমান নিয়মে সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকশিক্ষিকারা ৩০ নম্বরে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা এবং ২০ নম্বরের প্রজেক্ট পেপার—দু'টো বিষয়েরই মূল্যায়ন করবে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, সেই মূল্যায়নই যে সঠিক, তার প্রমাণ স্বরূপ সংসদের কাছে কী নথি থাকবে। সেই কারণেই এই প্রজেক্টের খাতা সংসদের প্রধান ভবনে ফলাফল প্রকাশ হওয়া থেকে ছ'মাস বন্দি রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এখানে স্থানাভাবে উত্তরবঙ্গে 'রাহুল সংকৃত্যায়ণ ভবন', বর্ধমানের 'নজরুল ভবন' ও পশ্চিম মেদিনীপুরের 'শহিদ মাতঙ্গিনী ভবন' এই তিন আঞ্চলিক কার্যালয়েও লাট করে প্রজেক্টের খাতা রাখা আছে। সংসদ সচিব অধ্যাপক সুব্রত ঘোষ বলেন, প্রজেক্টের লক্ষ লক্ষ খাতা সংসদে জমা রাখতে আমরা বাধ্য।

কারণ ফলাফল প্রকাশের পর কোনও পরীক্ষার্থী 'তথ্যের অধিকার আইনে' যদি জানতে চায় অথবা স্ক্রুটিনি হয়, তখন এই খাতা আমাদের দেখাতে হবে। তাই সংশ্লিষ্ট স্কুলে নয়, সংসদ ভবনে ফলাফল প্রকাশের পর ছ' মাস পর্যন্ত খাতা রাখার নিয়ম। যদিও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ৩০ নম্বরের প্র্যাকটিক্যাল ও ২০ নম্বরের প্রজেক্ট বিষয়টি নিয়ে শিক্ষামহলে যেচে যেচে পরীক্ষার্থীদের নম্বর দেওয়া হচ্ছে বলে প্রশ্ন উঠেছে।

ম্যাজিসিয়ান'স ডে ...

২৩ ফেব্রুয়ারি 'পদ্মশ্রী' জাদু সম্রাট পি সি সরকারের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইলিউশন অ্যান্ড রিয়ালিটির মাদারি মঞ্চে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন মানেকা সরকার। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাদারি মঞ্চ হয়ে ওঠে জাদুময়। উপস্থিত ছিলেন পি সি সরকার জুনিয়র, জয়শ্রী সরকার, মৌবনি সরকার ও ইলিউশন অ্যান্ড রিয়ালিটির বহু সদস্য।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ২৮ ফেব্রুয়ারি – ৬ মার্চ, ২০১৫

অশ্লীল 'বন্ধুত্বের' বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে প্রশাসন কড়া হোক

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আত্মসমালোচনা, আত্মনিয়ন্ত্রণ গণমাধ্যম নীতির সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। বিজ্ঞাপনকে সংবাদপত্রের 'লাইভ ব্লাড' বা রক্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বিজ্ঞাপনের শালীনতার সীমারেখা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অ্যাডভারটাইজিং কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া' আছে, যেমনটা সিনেমার সেন্সর বোর্ডের মতো। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞাপনের রুচিহীনতা প্রকট এবং প্রায় সব কাগজই অর্থের কারণে বিজ্ঞাপন ছেপে থাকে। ইদানিং ভোট রাজনীতিতে পেইড নিউজ নতুন নয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কিছু 'বাজারি দৈনিকে' এমন কিছু অশালীন শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হচ্ছে যা শুধু বাংলার মূল্যবোধের পরিপন্থীই নয় চূড়ান্তভাবে যুবসমাজে নারীনির্যাতনের ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত। প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন দৈনিকে বন্ধুত্ব, মিতালী ইত্যাদির আড়ালে বেআইনী যৌনতা, অনৈতিক কাজকর্মকে মদত দেওয়া হচ্ছে। টাকার বিনিময়ে যৌবনকে বিক্রি করার ধারাবাহিক ব্যবসা চলছে প্রকাশ্যে। কোনও কোনও বিজ্ঞাপনে ছবি প্রকাশ করে সামাজিক ব্যাধিকে বাড়িয়ে দেওয়ার সহজ পথ নেওয়া হচ্ছে। ফোন নম্বর, ঠিকানাও থাকছে ওইসব বিজ্ঞাপনে। পুলিশ প্রশাসন দক্ষ, ইচ্ছা করলেই এইসব সামাজিক দূষণ তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কড়া হাতে 'বন্ধুত্বে'র আড়ালে যৌনব্যবসা বন্ধ করতে পারে।

কোনও 'দেনা–পাওনার' হিসাব যদি না থাকে তাহলে কড়া হাতে সমাজের তথাকথিত পয়সাওয়ালা ক্লায়েন্ট ও মালিকদের ধরা সম্ভব। সমাজে ক্রমবর্ধমান নারীনিগ্রহের ঘটনা ঘটছে। অপরাধীরা তুলনায় শাস্তি কম পাচ্ছে। বহু স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পয়সা ও যৌনতার টোপ দিয়ে এই ধরনের পাপ ব্যবসায় আনা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্লাব পার্টির নামে, আইটেম ডান্সের নামে চলছে এই সমাজ ধ্বংসের নেপথ্য যজ্ঞ। সহজে পয়সার লোভে ছেলে ও মেয়েদের পার্লার, পার্টি আর নানা মধুচক্রে নিয়ে যাচ্ছে একশ্রেণির দালাল। তারাই নানা নামে বিভিন্ন স্থানে 'বোল্ড রিলেশন, বন্ধুত্ব' গড়ার। হাতছানির বিজ্ঞাপন দিচ্ছে প্রকাশ্যে বিভিন্ন দৈনিকে। আগে যা নিষিদ্ধ ছিল সভ্য সমাজে তা বিজ্ঞাপনে এবং সোস্যাল নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ মদত কোথাও কোথাও থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিভাবকরা যখন জানতে পারেন পাপ ব্যবসায় জড়িত থাকার ঘটনা তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। মৌলালী, পার্কস্ট্রিট থেকে শুরু করে শহর–শহরতলির নানা হোটেল, রিসর্ট আর বহুতল আবাসনগুলিতে বিভিন্ন সময়ে চলছে 'বন্ধুত্ব' কেনা বেচার ব্যবসা। পুলিশ প্রশাসন একটু সক্রিয় হলে এই সামাজিক ব্যধি অতি দ্রুত নির্মূল হতে পারে। নইলে ক্ষয় রোজ ছড়িয়ে যাবে দ্রুত। শুধু বঙ্গসংস্কৃতি নয়, রোগগ্রস্ত হবে গোটা দেশ।

অমৃত কথা

৪৭৫ যোগ চার প্রকার–হঠযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। ৪৭৬ শরীরকে আয়ত্তে আনবার জন্য যে সমস্ত ক্রিয়া করতে হয়, তাকে হঠযোগ বলে। এ যোগে শরীরের ওপরই বেশি মনোযোগে হয়।

৪৭৭ কলিতে হঠযোগে সিদ্ধ হওয়া কঠিন। একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? তাদের উদ্দেশ্য তো সেই ভগবান।' তাতে তিনি বললেন, 'শেষকালে শরীরে মন এসে পড়ে। যেমন কর্তাভজাদের সাধনা করতে গিয়ে শেষকালে রমণে মন এসে পড়ে।'

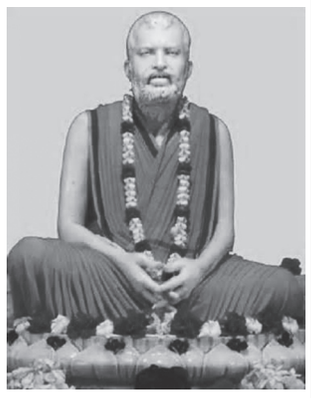

৪৭৮ কর্তাভজাদের মতো ভালো বটে, তবে ওরা খারাপ করে ফেলছে, ওদের মতো হচ্ছে 'মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হবে কর্তাভজা।'

৪৭৯ অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার নাম কর্মযোগ। যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, কেবল সেই অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে পারে তা না হলে আসক্তি এসে পড়ে।

৪৮০ কর্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ সময় কই? শাস্ত্রে যে সব কর্ম করতে বলেছে তা করবার সময় নেই। কেননা কলিতে আয়ু কম। তারপর অনাসক্ত হয়ে, ফল কামনা না করে কর্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বর লাভ না করলে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়তো জাননা কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

৪৮১ সন্ধ্যাদি কর্ম কতদিন? যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে, সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না। তখন কর্ম ত্যাগের অধিকার হয়েছে। তখন কেবল রাম নাম, কি হরি নাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হলো।

৪৮২ জ্ঞান বিচার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করার যে উপায় তারই নাম জ্ঞানযোগ।

৪৮৩ আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তারপর আবার দেহ–বুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহ–বুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে আমি সেই ব্রহ্ম, আমি শরীর নই। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ এ সকলের পার।

ফেসবুক বার্তা

গণহত্যার আতঙ্কে এখনও বুক কাঁপে

পর্ব ১৩

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঞ্জাব স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাবার পর আশা করা হয়েছিল প্রাদেশিকতাবাদ স্তব্ধ হবে। পরিবর্তে ৭০–এর দশকে আশঙ্কা দেখা দিল পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের। প্রাথমিকভাবে অকালি দলের দাবি ছিল চণ্ডীগড় থেকে বিস্তৃর্ণ অঞ্চল পাঞ্জাবের সাথে যুক্ত করা, সেনাবাহিনীতে শিখদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুলে রাজ্যগুলির স্বাধিকার, 'আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাব। বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলিও অকালি দলের এই দাবিকে সমর্থন করে। কিন্তু এই প্রস্তাবের প্রস্তাবনায় শিখ জাতির আশা আকাঙ্খাকে ব্যক্ত করা হয় জাতি রাষ্ট্রের ধারণায়। ১৯৭৮ এর এপ্রিল মাসে অমৃতসরে নিরংকারী ধর্মীয় গোষ্ঠী এক গণ–সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলন থেকে উঠে আসে ভবিষ্যত বিচ্ছিন্নতাবাদী গণহত্যার রাজনীতির পরিকল্পনা। অকালি দলের ক্ষমতা রুখে দেওয়ার জন্য নিরংকারী জাঠ শিখ জার্নেল সিং ভিন্দ্রেওয়ালকে ব্যবহার করে 'তুরুপের তাস;' কংগ্রেস দলের তৎকালীন একচ্ছত্র নায়ক সঞ্জয় গান্ধি এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা পরবর্তী সময়ে ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হওয়া জ্ঞানী জৈল সিং। যার সর্বনাশ পরিণতি পাঞ্জাবে দীর্ঘ ২১ বছর ধরে গণহত্যার রাজনীতি। শিখ এবং অন্যান্য ভাষা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ২১.৬২৯ জন মানুষ খুন হয়। (এই পরিসংখ্যানটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী। ১৯৮১–২০১১ এই সময় সাধারণ জনগণ মারা গিয়েছেন ১১,৭৮৩, সন্ত্রাসবাদী ৮,০৯৮ এবং সেনাবাহিনীর জওয়ান ১৭৫০।) আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবের মোড়কে ভারত থেকে বেড়িয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র খালিস্তান গঠনের দাবিতে ভিন্দ্রাওয়ালের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল এই নরমেধ যজ্ঞ। কংগ্রেসের তৈরি ভিন্দ্রাওয়ালে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে উঠলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর কোনও রাস্তা খোলা ছিল না, অপারেশন ব্লুস্টার বা সেনা অভিযান ছাড়া। ১৯৮৪–র জুন মাসে অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে সেনা প্রবেশের পর পাঞ্জাবের মানুষের কাছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিং হয়ে উঠলেন তংকাইয়া বা শিখ ধর্মের শত্রু। ১৯৮৪–র ৩১শে অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধি হত্যার পরবর্তী পরিস্থিতি তৈরি করে শিখ নিধন যজ্ঞ। ইন্দিরা গান্ধীর দুই দেহরক্ষী ছিলেন শিখ। এই অপরাধে হরিয়ানা দিল্লি সহ একাধিক রাজ্যে ৫ হাজার শিখ হত্যা করা হয়।

১৯৯২ সালে The Bleeding of Punjab : A report to the nations নামক ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। অমলোক সিং এবং যশপাল সিং–এর সম্পাদিত বইতে উল্লেখ করা হয় যে খলিস্তানের দাবিতে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শুরু হয়েছিল তার মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু এবং শিখ নিরংকারী গোষ্ঠীকে খতম করা। ভিন্দ্রাওয়ালে হুংকার দিয়েছেন পাঞ্জাবে ৩৫ শতাংশ হিন্দুকে হত্যা করার জন্য পাঞ্জাবীরা হাতে বেওনেট ধরুক। '৫ হাজার হিন্দুকে হত্যা করতে তাঁর ১ ঘন্টাও লাগবে না।' এই গণহত্যার খেলা শুরু হয় ১৯৮১ সালে হিন্দু সমাচার পত্রিকা গোষ্ঠীর মালিক লালা জগৎ নরিনকে খুন করে উগ্রপন্থীরা এই খুনের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হলেও পরে তার বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে না পারায় মুক্ত হয়। ১৯৮৩ সালে অক্টোবর মাসে বাস ট্রেনে ৯০ জনকে হত্যা করা হয়। ১৯৮৪ সালে উগ্রপন্থীরা ব্রয়ার ইন্ডিয়া ৭৪৭ বোয়িং বিমানের ৩২৯ জন বিমান যাত্রীকে খুন করে। ১৯৮২০৯২ দীর্ঘ দশ বছরে ২০ হাজার লোক মারা গিয়েছে বলে এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। খলিস্তানের সমর্থ করার হাতে একে ৪৭ সহ অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াত। স্বর্ণ মন্দিরের দরবার সাহিব গুরুদ্বার সম্পূর্ণভাবে উগ্রপন্থীদের অস্ত্র ভান্ডার হয়ে যায়। খলিস্তানপন্থী প্রতি ২ ঘন্টায় ২ জনকে হত্যা করে। পাকিস্তান সহ বিদেশি রাষ্ট্রের মদতে পাঞ্জাব ৮০–র দশকে হয়ে উঠেছিল গণহত্যার নগরী। গরমকালে সন্ধ্যা ৭টার পরে সাধারণ মানুষ রাস্তায় বেড়োতে ভয় পেত।

কেন্দ্রীয় সরকার খলিস্তান আন্দোলন দমনের জন্য কংগ্রেসের বুমেরাং ভিন্দ্রাওয়ালের সঙ্গে মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়। বাধ্য হয় স্বর্ণ মন্দিরে সেনা অভিযানে। ১৯৮৪–র ৩ রা জুন আধা সামরিক বাহিনীর প্রধান কুলদীপ সিং বারের নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৪ ঘন্টা লড়াই–এ স্বর্ণমন্দির উগ্রপন্থী মুক্ত হয়েছিল। এই অভিযানে ভিন্দ্রওয়ালে সহ ৪৯৩ জন মারা যায়। যাদের মধ্যে ১৩৬ জন ছিল সেনাবাহিনীর জওয়ান। অপারেশন ব্লুস্টার নিয়ে ভারত সরকারের রিপোর্টে ১৬০০ জনের হদিশ পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা হয়।

স্বর্ণ মন্দির থেকে উগ্রপন্থীদের খতম করা হলেও পাঞ্জাবে খলিস্তান আন্দোলনকে দমন করা সম্ভব হয় নি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর। শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শিখ গণহত্যা শুরু হয়। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী এই দাঙ্গায় সারা ভারতে ২৮০০ শিখ মারা যায়। শুধুমাত্র দিল্লিতে মারা গিয়েছিলেন ২১০০ শিখ। জাতির ইতিহাসে ৮৪–র দাঙ্গা হল দ্বিতীয় বৃহৎ গণহত্যা। ১৭৬২ সালে প্রথম শিখ নিধন যজ্ঞ করেছিলেন আফগান শাসক আহম্মদ শাহ দুরানি। পাঞ্জাব দখল করতে গিয়ে ৭ হাজার শিখ হত্যা করে। ইন্দিরা গান্ধি হত্যা কংগ্রেসের নেতাদের এতটাই ক্ষিপ্ত করে তোলে যে তাদের কাছে হত্যা গণধর্ষণ, বাড়ি ঘর পোড়ানো থেকে শুরু করে দুধের শিশুর পা দুটো ধরে ছিঁড়ে ফেলে নৃশংস হত্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি দাঙ্গাকারীরা। দাঙ্গার পর ২০ হাজার লোক রাজধানী ছেড়ে চলে যায়। জগদীশ টাইটলার, সজ্জন কুমার, এইচ কে এল ভগত, ললিত মাকেনের নেতৃত্বে হিংসার চরমতম দানবীয়তা চলেছিল। অথচ এই নরপুঙ্গবেরা আইনের ফাঁক দিয়ে মুক্ত হয়ে নির্বাচনে জিতে মন্ত্রী সাংসদ হয়। এ মোর দুর্ভাগা স্বদেশ। এই দাঙ্গা নিয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলি সরব হলে কেন্দ্রীয় সরকার চাপের মুখে পড়ে দিল্লি পুলিশের অ্যাডিশন্যাল কমিশনার বেদ মারওয়ার নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করে। ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে মারওয়ার কমিটি তাঁর তদন্তের কাজ শেষ করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের চাপে এই কমিটি বেশি দূর এগোতে পারে নি। ওই বছর মে মাসে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্রর নেতৃত্বে শিখ দাঙ্গা নিয়ে আরো একটি কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু মারওয়া কমিটি দাঙ্গায় অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে যে রিপোর্ট দেয় তা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিশ্র অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে যে রিপোর্ট দেয় তা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিশ্র কমিশনের কাছে দেওয়া হয় নি। মিশ্র কমিশন দাঙ্গায় দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে পারেনি। মিশ্র কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলি সমালোচনার ঝড় তুললে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিতর্ককে ধামা চাপা দেবার জন্য ১৯৮৭ সালে বিচারপতি দিলীপ কাপুর এবং উত্তরপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য সচিব কুসুম মিত্তলকে নিয়ে দুই সদস্যর এক কমিটি গঠন করে। ১৯৯০ সালে এই কমিটি তার রিপোর্টে ৭২ জন পুলিশ অফিসারকে দোষী সাব্যস্ত করে। দাঙ্গার মূল অপরাধীদের বিষয় কারো নাম উল্লেখ করে নি। দোষী অফিসারদের অবশ্য কোনও শাস্তি হয় নি।

৮৪'র শিখ গণহত্যার দায় অপরাধীদের আড়াল করতে ১৯৮৭–২০০০ দীর্ঘ ১৩ বছর একের পর এক তদন্ত কমিটি জৈন–ব্যানার্জী, গোত্তি রসা, জৈন আগরওয়ালা, ধিঁলো নয়লা এবং রাজ্যসভার সর্বসম্মতিক্রমে সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জি টি নানাবতী কমিশন গঠন করে। এই কমিশন ২০০৪ সালে যে রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের জমা দেয় তাতে

স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয় রাজীব গান্ধি এবং কংগ্রেস দলের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ শিখদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা সংগঠিত করেছিল। নানাবতী কমিশনের রিপোর্টকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই জগদীশ টাইটলারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাকে ক্লিনচিট দেয়। মানবাধিকার সংগঠন, শিখ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের চিৎকার আন্দোলন ন্যায় বিচারের আবেদন কোনও কিছুই ধোপে টেকেনি। কথায় বলে টাকা যার 'প্রশাসন আইন বিচার সবই তাঁর।' ভারতে যখন ন্যায় বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে তখন শিখ ফর জাস্টিস নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সদর বিচারালয়ে কমল নাথের বিরুদ্ধে শিখ দাঙ্গার অভিযোগ এনে ২০১১ সালে ফৌজদারী মামলা রুজু করে। বিচারালয়ের সময় কমল নাথের হাতে ধরাতে ব্যর্থ হওয়া এই সংগঠনের মামলা খারিজ হয়ে যায়। নরেন্দ্র মোদির সমর্থক, এনডিএর জোট শরিক অকালি দলের চাপে অতি সম্প্রতি বিশিষ্ট পুলিশ অফিসার প্রমোদ আস্তানা, দিল্লি পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার শ্রীকুমার গণেশের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে ৮৪–র শিখ দাঙ্গার পুনরায় তদন্ত শুরু করেছে। এই উদ্যোগে অকালি দলের রাজনৈতিক সাফল্য হলেও দেখার বিষয় প্রকৃত অপরাধীরা শাস্তি পাবে কিনা।

পাঞ্জাবে 'ইনসাফ' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ১৯৮৪–৯৪ দীর্ঘ ১০ বছর ধরে যে গণহত্যা চলেছিল তার ওপর একটি প্রতিবেদনে সামরিক বাহিনীর নারকীয়তায় ১৩টি জেলায় ৬ হাজার গণদাহ হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে। ১৯৯৫ সালে কমিটি যার ইনফরমেশন অ্যান্ড ইনিসিয়েটিভ অন্ পাঞ্জাব নামক মানবাধিকার সংগঠন সুপ্রিম কোর্টে 'গণদাহ'–র তদন্তের জন্য আবেদন করে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সিবিআই তাঁর রিপোর্টে স্বীকার করে অমৃতসরের তিনটি শ্মশানে ২,০৯০ জনকে মৃতের নথিভুক্ত করন ছাড়াই দাহ করা হয়। এই সংগঠনটি অবশ্য দাবি করেছিল যে অমৃতসরে ৬ হাজার শিখকে গণদাহ করা হয়। সংবিধানে ৩২ ধারা অনুযায়ী নাগরিক অধিকার রক্ষাকবচ বলে সুপ্রিম কোর্ট জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে রিপোর্ট দেবার নির্দেশ দেয়। বাস্তবিকই ইতিবাচক উদ্যোগ কমিশনের দ্বারা সম্ভবপর হয়নি।

ভারতীয় গণতন্ত্রের এই গৃধ্নু রাজনীতিবিদরা বেঁচে থাক ছিন্নমস্তার রুধীর পান করে।

স্যুটের আমি, স্যুটের তুমি

নির্মল গোস্বামী

আজ থেকে ১২২ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শিকাগো বক্তৃতা শেষ হয়েছে। স্বামীজি তখন রীতিমতো পরিচিত ব্যক্তি মার্কিন সমাজে। এক গুণমুগ্ধ ভদ্রমহিলা বাড়িতে অতিথি। শীতের রাত্রে নরম গদিওয়ালা বিছানায় শুয়ে লেপের আরামদায়ক ওম শরীরে মেখেও কিছুতেই ঘুমাতে পারছেন না। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে অবশেষে হাউ হাউ কেঁদে উঠলেন। একসময় গদি থেকে মেঝেতে নেমে শুলেন। গৃহস্বামী সকালে স্বামীজি মেঝেতে শুয়ে আছেন কেন জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে স্বামীজী বললেন যে আমার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ভারতবাসীর এই শীতে গায়ে দেবার মতো ছেঁড়া কাঁথাও নেই। তাদের কথা ভেবে আমার গদিতে শুয়ে কিছুতে ঘুম আসছিল না।

এ ঘটনার কথা আমাদের সবারই জানা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদিজি গত বছর যখন আমেরিকা সফরে যায় তখন ভারতের মিডিয়াকুল বলছিল ১২১ বছর পর ফের নরেন চলেছেন আমেরিকায়। ভালো কথা প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে আমরা জেনেছি মোদিজি স্বামী বিবেকানন্দের ভাব শিষ্য। তিনি সন্ন্যাসী হবার জন্য বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন একসময়। তাঁর ঘরে সবসময় স্বামীজির মূর্তি বিরাজমান। সেখানে নিশ্চয়ই ফুল–ধূপ পড়ে। মোদিজির জীবনটাও অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো। তিনি সংসার বিবাগী। সম্পর্কে আত্মীয় স্বজন আছেন কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মায়াপাশে বদ্ধ নন। প্রথমে সংঘের কর্তব্যই জীবন ছিল আর আজ দেশের দায়িত্ব তাঁর জীবন। এই ত্যাগ পূর্ণ কর্তব্যময় জীবন কোথায় যেন একটু হলেও স্বামীজির সঙ্গে মেলে। তাই টিভি–র নরেনের সঙ্গে আর এক নরেনের তুলনায় বলার কিছুই ছিল না। কিন্তু ভারতে আগত ওবামার সঙ্গে চায়ে চর্চার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন সোনার সূতোয় নিজের নাম লেখা ১০ লাখির স্যুট পরে বির্তকে জড়ালেন। স্বামীজির ভারতবর্ষে আজও ৪৫ কোটি মানুষের দুবেলা পেটে খাবার জোটে না। কত মানুষ শীত–গ্রীষ্ম–বর্ষায় খোলা আকাশের নিচে রাত কাটায়। কত কোটি যুবক যুবতীর ভবিষ্যতের দিশা নেই। তারা কর্মহীন। শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ প্রতিনিধির

গায়ে ১০ লাখীর স্যুট আদৌ মানানসই কিনা সে প্রশ্ন উঠবেই।

সাজগোজ শৌখিনতা, পরিপাট্য এসব রুচির পরিচয় বাহক। এটা কখনও দোষের নয়। আবার পোষাক অনেক সময় ব্যক্তিত্ব দ্যোতকও হয়। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে পোষাক নির্বাচন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব প্রকাশ করে। কিন্তু প্রশ্ন হল নাম লেখা পোষাক কেন? স্ট্রাইপের পরতে পরতে নরেন্দ্র দামোদর মোদি নাম লিখে কি বোঝাতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী? প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত সম্পদ কোটি টাকার উপর। তিনি ১০ লাখ টাকার পোষাক কিনতেই পারেন। কিন্তু আমরা জানি আদিত্য বিড়লা, রতন টাটা, অনিল আম্বানি কেউই কিন্তু এই রূপ পোষাক পরেননি কোনওদিন। তাঁদের যা বোধ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর তাও নেই। নির্লজ্জ অহমিকা প্রদর্শন ছাড়া এর দ্বিতীয় কোনও অর্থ থাকতে পারে না। এখন শোনা যাচ্ছে এক অনাবাসী ভারতীয় পোষাকটি নাকি উপহার দিয়েছেন। ভারতবর্ষের জনগণ প্রধানমন্ত্রীর পদ উপহার দিয়েছেন মোদিকে এর থেকে বড় উপহার আর কিছু হতে পারে কি? ওবামার সঙ্গে বৈঠকে তিনি কার প্রতিনিধিত্ব করলেন? ভারতবর্ষের জনগণের নাকি অনাবাসী ব্যক্তির স্যুট পরে তাঁর প্রতিনিধি রূপে হাজির হলেন?

প্রতিটি নির্বাচনী সভায় যিনি নিজেকে চা–বেচনেওয়ালার পুত্র বলে জাহির করেছেন। যিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনি রহিস কালচারের নয়। নিতান্ত আম আদমি, সেই তিনি ক্ষমতা পেয়ে ১০ লাখের পোষাক যখন গায়ে তুললেন তখন একবারও ভাবলেন না যে আম আদমির সাথে তার ব্যবধানটা কত যোজন দূরত্ব রচনা করল।

মোদিজি আপনি কি জানেন না যে সব উপহারের পিছনে নিছক ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে না। উপহারের মূল্য যত বাড়ে ততই দাতার স্বার্থজড়িত থাকে। থানার ওসিকে, ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে বা ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতাকে কেউ ভালোবেসে লাখ লাখ টাকার উপহার দেয় না। সুদীপ্ত সেন যেমন কাউকে ভালোবেসে টাকার প্যাকেট বা দামি গাড়ি উপহার দেয় নি। যেমন শুধুমাত্র শিল্পমূল্য বুঝে কোটি টাকার ছবি কেউ কেনেনি তেমনিভাবে আপনাকে দামি উপহার দেওয়ার পিছনে দাতার বেমতলব যে কাজ করেনি সে বিষয়ে জনতার দরবারে কে হলফনামা দেবে? আর দিলেও তা বিশ্বাস করবে কতজন? এই দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সব সময় সহজ সরল সূত্র কাজ করে না। গান্ধিজির স্বচ্ছ ভারত অভিযানের স্বপ্ন সফল করতে প্রচেষ্টা করছেন সেজন্য বাহবা অবশ্যই পাবেন কিন্তু গান্ধিজির জন্ম দিনে

মহাত্মার রাজা মহারাজার উপহার ফিরিয়ে দিয়ে ভিখারীর থেকে ৫০ টাকা উপহার গ্রহণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন ''মোস্ট ভ্যালুয়েবল গিফট'।

কেউ দান করতে চাইলে যে উপহার হিসাবে তা গ্রহণ করতে হবে এমন রীতি হিন্দু শাস্ত্রেও নেই, ভারতীয় আইনেও নেই। আমাদের এই বঙ্গে জঙ্গিপুরে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বলে একজন ছিলেন। যিনি দাদা ঠাকুর নামে পরিচিত। তাঁকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত একটি ছায়াছবিও আছে। তিনি তাঁর পুরানো আমলের নড়বড়ে বড়ো প্রেসে বহু পরিশ্রমে পত্রিকা ছাপাতেন। বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ছাপাতেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী মানুষ। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তার কষ্ট দেখে একবার কাঁন্দির মহারাজ তাঁকে বলেন যে তিনি তাঁকে একটি আধুনিক ছাপা মেশিন কেনার জন্য কয়েক হাজার টাকা উপহার দিতে চান। উত্তরে দাদা ঠাকুর বলেন যে মহারাজ আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছি যে যদি কোনওদিন বড়লোক হই তবে আপনার মতো মানুষ হবো। আর আপনার দানেই যদি হই তবে তা বেমানান নয় কি। আমাকে ক্ষমা করবেন—এ অনুরোধ করবেন না।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী আগে যদি সিনেমাটি দেখতেন তাহলে আশা করি ১০ লাখের স্যুট উপহার নিয়ে আবার তাকে নিলাম করার মতো বিড়ম্বনায় পড়তে হতো না।

‘রবীন্দ্রনাথ শুনলে সেই বাংলায় ফিরে আসা যায়’

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশে ফিরে ২৫ বছর বাংলা বলি নি, বাংলা

শুনি নি, বাংলা লিখি নি। এক স্বনামধন্য পত্রিকা থেকে ফের ডাক এল বাংলা লেখবার। সংশয় হল পারব কি আবার সেই আগের মত বাংলা লিখতে! আধঘন্টা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা গান শুনলাম। তারপর লিখতে বসে দেখি আগের সেই বাংলা ভাষাতেই লিখতে পারছি। এভাবেই বাংলা ভাষার যাদুর কথা জানালেন ৯১ বছরের ফরাসি যুবক ফাদার দ্যতিয়েন ঠাকুরপুকুর গুরু সদয় উদ্যানে গত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে।

সকালবেলায় শহীদ স্মরণে পথ পরিক্রমা দিয়ে শুরু করে বিকালে গান, কবিতা, আবৃত্তি পাঠ, আলোচনা, পুস্তক প্রকাশ দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান সাজিয়েছিল বাংলা ব্রতচারি সমিতি, গুরুসদয় সংগ্রহশালা, দক্ষিণী সাহিত্য–শিল্প–সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, প্রতিভূ ভিকান সব নিউ এজ, রঙ্গমালা মেমোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ জোকা দিশারী, যাদুবিন্দু, নোয়ার্স আর্ক, ব্রতচারী গ্রাম বুনিয়াদী বিদ্যালয়, ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম, জোকা ব্রতচারী বিদ্যাগ্রাম গার্লস হাইস্কুল ও মর্নিং ওয়াকার অ্যাসোশিয়েশন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি বরুণকুমার চক্রবর্তী, শিশু সাহিত্যিক রামতনু ঘাঁটি, শিক্ষাবিদ সুরঞ্জন মিদ্দে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ধন্যবাদ জানান গুরুসদয় মিউজিয়ামের কিউরেটর ড. বিজন মন্ডল। ভাষা শহিদ স্মারক নির্মাণে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে আলতামিরা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ফাদার দ্যনিয়েনকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় বাংলা সাহিত্যে যার অবদান ভোলবার নয়। যেমন চিরদিন মনে থাকবে তাঁর এদিনের সুললিত ভাষণটি।

উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরবঙ্গের লোকশিল্পের মেলা বসল ঠাকুরপুকুর গুরুসদয় প্রাঙ্গণে গত ১৩ থেকে ১৫

ফেব্রুয়ারি। দেখা গেল মাটি, বাঁশ, কাঠ, বেতের নানা শিল্পের মুন্সিয়ানা। তবুও আরও শিল্পীর অনুপস্থিতিতে মেলা তেমন না জমলেও একে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের লোক সাহিত্যের উপর আলোচনা। উপস্থিত ছিলেন ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী ও অধ্যাপক বিকাশ রায়। ছিল উত্তরবঙ্গের সাস্কিতিক অনুষ্ঠান। এর সঙ্গে ছিল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা শিবির। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় এই লোকসংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করে মহেশতলার শিল্পার্ঘ্য জালখুরা।

উত্তরপূর্ব ভারতকে দেখা যাবে ঠাকুরপুকুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১ থেকে ৫ মার্চ উত্তরপূর্ব ভারতের শিল্প মাধুর্য নিয়ে ঠাকুরপুকুর গুরুসদয় মিউজিয়াম চত্বরে হাজির হবে আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও সিকিম। নাম দেওয়া হয়েছে ঈশানী। থাকবে চিত্র ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনী। আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অভূতপূর্ব উৎসব উপহার দিতে হাত মিলিয়েছে ইন্দিরা গান্ধি রাষ্ট্রীয় মানব সংগ্রহালয় এবং জোকার গুরুসদয় মিউজিয়াম।

বসন্ত এসে গেছে ...

সুকুমার মণ্ডল

গাছের আবডাল থেকে অবিরত কোকিলের ডাক আর এফএম রেডিও–তে অবিরাম বসন্ত এসে গিয়েছে, বসন্ত এসে গিয়েছে, বলে বসন্ত–র আগমন বার্তা সব্বাই রোজ শুনছেন। বসন্তের হাতে সময় বড় কম। অন্য ঋতুরা কখনও কখনও আসতে বা যেতে কারণ অকারণে দেরি করলেও ঋতুরাজের কিন্তু সময়–জ্ঞান খুব টনটনে। খাতায় কলমে দু–মাস বরাদ্দ থাকলে কি হবে, মেরেকেটে চার–হপ্তা পেরোতে না পেরোতেই, গ্রীষ্মের হাতে ব্যাটন তুলে দিয়ে ঋতুরাজ উধাও হয়ে যান।

ফাগুনেই গাছে গাছে কচি পাতার বাহার, আমের বউলের সাজ ঝেড়ে ফেলে কচি আমের কলকাকলি, আর সেই সঙ্গে আসে দোল। বসন্ত সমাগমে সব প্রেমিকের মনেই প্রেমের বুদবুদ ফুটতে থাকে, হৃদয়ে আবেগের দোলা বেতাল করে দেয়। ফাগুন দিনে ফাগের খেলা – সেই কবে কেষ্ট ঠাকুর চালু করে গিয়েছিলেন। রঙে রঙে মন রাঙানো কিংবা মনের রঙ বদলানোর সেই আমোদ আজও চলছে। কেউ বলে হোলি, কেউ ফাগুয়ারা, আদর করে কেউ বলে দোল। যে নামেই ডাকুন, আবির ও পিচকারি দিয়ে পরস্পরকে রাঙিয়ে দেওয়া কিংবা অন্যের রঙ আমূল পাল্টে দেওয়ার এই খেলার জনপ্রিয়তায় যে ভাঁটা পড়েনি তা রোজই মালুম হচ্ছে।

আগে বছরে ওই এক কিংবা দু–দিনে রং নিয়ে মাতামাতি হত, এখন আর সেই বিধি–নিষেধে কেউ বাঁধা পড়তে নারাজ। এখন ভারত ক্রিকেট খেলায় জিতলে আবির, মোহনবাগান–ইষ্টবেঙ্গল কেউ জিতলে আবির, কলেজ–পুরসভা–বিধানসভা–লোকসভায় জিতলে কিলো কিলো আবির ওড়ে। কেবল আবির বললে সবটুকু বলা হয় না। আজ সবার রঙে রঙ মেলাতে হবে – কবিগুরুর এই আপ্ত বাক্যটি আজকাল মেনে চলা খুব মুস্কিল। এখন রঙ বুঝে পা ফেলার যুগ। লাল রাজনীতির দলেরা জিতলে লাল আবির, কংগ্রেস–প্রমুখেরা জিতলে সবুজ আবির, বিজেপি জিতলে হলুদ আবির উড়বে, আনাড়ির মত সব রঙ একসঙ্গে মেশাতে গেলে সবটাই গুবলেট হয়ে যেতে পারে। উদ্দেশ্য খুবই সাধু – সমর্থকেরা যাতে স্রেফ রং দেখে নিজের লোকেদের খুঁজে নিতে পারে, ধোঁকা খাওয়ার কোনও

সুযোগ যেন না থাকে। আবিরের মূল উপাদান একই থাকে, কেবল রং পাল্টে পাল্টে যায় – এই আর কি। বিচক্ষণেরা বলবেন, নাথিং রং ইন ইট।

হোলিতে মাতে হোল ইন্ডিয়া! স্বাধীনতার ঢের আগে থেকেই হোলি সর্বভারতীয় উৎসবের তকমা পেয়েছে। ক্যালেণ্ডারের হিসাবে একদিনের উৎসব হলে কি হবে, স্কুল–কলেজ আপিসে কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় চোরা–গোপ্তা হোলি–হানা। অগ্রিম আবিরে রাঙানোর বাহানা। দোলের পরদিনও একই ব্যাপার – গতকাল যাকে রাঙানো সম্ভব হয়নি, সেই অসমাপ্ত কাজটি আজ করে ফেলতে হবে এবং এই ছুতোয় ছুঁতে চাওয়া। প্রেমের ভিয়েন বসানোর গোড়ার কাজটি সুচতুরভাবে লোকচক্ষুর সামনেই সেরে ফেলার এমন রোমান্টিক সুযোগ আর দু–টি নেইকো! হোলি তাই প্রেমিকদের কাছে পরমাকাঙ্খিত। সাহসীরা মাঝে মাঝে লক্ষ্মণ–রেখা টপকে যাওয়ার চেষ্টা করে ফেলেন। একটু তলিয়ে ভাবুন, একটু দুষ্টুমি কিংবা রং–মাখানোর এই সুযোগের অপব্যবহারের জন্য যে সমস্ত নায়কেরা তলে তলে মুখিয়ে থাকেন, তাদের আর কতটা দোষ দেওয়া যায়! যথাযোগ্য স্থানে রঙ না পৌঁছিয়ে কেউ কেউ wrong জায়গায় রঙ দিতে চেষ্টা করে ফেলেন। সাধু সাবধান! নিজের মনের মাধুরী দিয়ে অন্যকে রাঙিয়ে দেওয়ার এই দুষ্টু খেলা ঘিরে প্রতি বছর কি কম কাজিয়া হয়! হোলি নিয়ে হাঙ্গামা প্রায় কোনও বছরেই বাদ যায় না। বাধে গণ্ডগোল, লেগে যায় দোল নিয়ে দলাদলি, এবং তা নিয়ে পাড়া, আবাসন কিংবা ক্যাম্পাস উত্তাল। শালীনতার হীনতা কেউ সহ্য করে না, তা সে নিজের শালী হোন বা পরনারী। আরও একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে দেখবেন এমন সুবর্ণ সুযোগটি যাঁরা আগে হাতছাড়া করেছেন, শালীনতা–হানি বলে শোরগোল তারাই বেশি করছেন। ব্যাপারটাকে আদৌ হোলি অ্যাফেয়ার বলা যাবে কি!

গত দোলে আমাদের সরলের যেমন–টা হয়েছিল আর–কি। বেলা পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে রঙ খেলায় এমন মত্ত ছিল যে ঘড়ির দিকে নজর ছিল না। বেলা তিনটে নাগাদ সরলের বউ শান্তি সোজা ক্লাব ঘরে গিয়ে ওকে হিড় হিড় করে টেনে বাড়ি নিয়ে এল। সরল মিউ মিউ করে কোনও মতে প্রতিবাদ করে বলছিল, এ..একি একি করছেন .ঈস্, মিনু কি ভাববে বলুন তো..। সরলের এমন গা–জ্বালানো প্রতিবাদে শান্তি

আরও চটে গিয়ে বলেছিল, মিনু ..মিনু আবার কে ! তাই তো বলি ইদানিং ডুবে ডুবে জল খাচ্ছো, ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে না, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেল আর তুমি কিনা ..। রঙ খেলার নাম করে দিনেদুপুরে ছাইপাঁশ গিলেছ নির্ঘাত, নাহলে বৌকে কেউ আপনি আজ্ঞে করে !

সরলের যাবতীয় প্রতিবাদ প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে সোজা ধোলাইখানা ওরফে কলতলায় ফেলে কয়েক বালতি জল ও সোডা সাবান ঘষে স্বামীর রূপ ফেরানোর জন্য মেহনত চলল। মুখের রঙ একটু পাতলা হতে সবাই অবাক ! ওমা, এতো সরল নয়, এ যে সরলের আর এক নিরীহ বন্ধু বিপ্লব ! এবং এই আবিস্কারের পরে পরেই বিপ্লবের বৈধ–গিন্নী মিনতি অকুস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল। তারপর যা যা ঘটে ছিল কিংবা ঘটে থাকতে পারে সে কথা আর নাই বা শুনলেন।

বাড়িতে রঙ বানিয়ে রঙ খেলার মজাটাই আলাদা

লাল চন্দনের গুড়ো বা সিঁদুরিয়া ফল দিয়ে তৈরি হল লাল আবির। আবার বিনা রৌদ্রে শুকিয়ে নেওয়া লাল জবা তার সঙ্গে অল্প একটু হলুদ গুড়ো জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই লাল রঙের জল পিচকারি দিয়ে লোকের গায়ে দেওয়াই যায়।

সবুজ রঙ তৈরি করতে লাগবে সম পরিমাণ মেহেন্দি পাতার গুড়ো ও ময়দা।

হলুদ গুড়োর সঙ্গে একটু বেশি করে বেসন মেশালে তৈরি হয়ে যাবে হলুদ রঙ (১ চা চামচ হলুদ গুড়ো হলে দুই চা চামচ বেসন)।

জলে গুলে যদি ম্যাজেন্ডা রঙ লোকের গায়ে দিতে চান তা হলে বিট একটু সিদ্ধ করে নিয়ে সেই জলটা ঠান্ডা করে লোকের গায়ে দেওয়াই যায়। আর খয়েরি রঙের জন্য চা বা কফি ফুটিয়ে সেই জলটাকে ঠান্ডা করে নিলে কেল্লা ফতে।

কেউ কেউ আবার কালো রঙ দিয়ে দোল খেলতে খুব পছন্দ করেন তাদের বলি, কালো আঙুরের রস এবং অধিক পরিমাণ জল হলেই হয়ে যাবে কালো রঙ।

আর জাফরান জলে গুললেই হবে গেরুয়া রঙ। বা যদি শ্রীকৃষ্ণের মতো রঙ খেলতে চান তাহলে পলাশ ফুল দিয়েও খেলতে পারেন।

শহরে হোলি সারা বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমাদের দোল বা হোলি বসন্তে। দু–একটা দিন আমরা রঙ মাখি। রং লাগাই। কিন্তু আমাদের শহর কলকাতা সরকার পরিবর্তনের পর রং মাখছে সারা বছর। তবে সেখানে দুটি রং নীল আর সাদা। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন কলকাতাকে নীল সাদায় মাখিয়ে তৈরি করবেন ‘ব্লু সিটি’। তাই আমাদের শহরে হোলি সারাবছর। তবে ধুলোয় মাখা এই শহরে একে বজায় রাখা বড়ই কঠিন।

মাস্টারমশাইকে ঘিরে আলোচনা জমে উঠল

দীপককুমার বড় পণ্ডা

শিয়ালদা–বনগাঁ আপ লোকাল ট্রেনে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়িয়ে আছি। নড়াচড়ার কোনও উপায় নেই। দমবন্ধ অবস্থা। পেছন থেকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, ‘কাকু, কোথায় নামবেন?’ ভিড় ট্রেনে সাধারণত এইভাবে বলতে শুনি না। ট্রেনে–বাসে ‘দাদা’ ডাকের খুব চল। বয়স যাই হোক না কেন। আর ‘দাদা’ বলার মধ্যে বেশ একটা ঝাঁঝও থাকে। ভদ্রতায় ‘দাদা’ বলে বটে, কিন্তু ভেতর ভেতর খুব অবজ্ঞা। এখন ‘কাকু’ ডাকার মধ্যে বেশ একটা মোলায়েম ভাব পেলাম। খানিকটা নরম নরম ডাক। যাকগে বুঝলাম, আমি নামলে উনি বডিটা পুশ করে দেবেন আমার জায়গায়, তাই এই প্রশ্ন। গেটের কাছে উনি বিপদজনকভাবে ঝুলছেন। পিঠে ব্যাগ। ব্যাগের পাশে জলের বোতল। জলের বোতলটাও ঝুলন্ত। ছোটখাটো চেহারা, অল্প বয়স। ভাবলাম, স্কুল–কলেজের ছাত্র হবে। একটু আলাপ করার ইচ্ছে হল। জিজ্ঞেস করলাম,

– কিসে পড়?

– পড়িনা, পড়াই। ছোট উত্তর ভেসে এল।

চমকে উঠে বললাম, ‘সে কি!

> ‘আমাদের ভুল থাকে বলেই আমাদের মারে। আমরা কত খারাপ হয়েছি দেখুন, ছাত্র–ছাত্রীদের বাবা–মা এসে আমাদের মারে!’ আসলে, ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে কিংবা তাদের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

আমি ভেবেছি ছাত্র। দু:খিত ভাই, তুমি বলে ফেলার জন্য। বুঝতে পারিনি।’

‘না, না ঠিক আছে, আপনি তো আমার সিনিয়র, তুমি বলতেই পারেন।’ তিনি বললেন। বেশ ভালো লাগল, কথায় একটা আন্তরিকতা আছে। পোশাকি পরিচয়ের বাইরে বেরোতে পারছেন। নানারকম কথা শুরু হল। কথায় কথায় জানলাম, মধ্যমগ্রামের এই যুবক পার্ক সার্কাসের কাছে একটি হাইস্কুলের বাংলার শিক্ষক। বললাম,

– কেমন লাগে পড়াতে?

– ভালো না। সোজাসাপ্টা উত্তর তাঁর।

– কেন?

– প্রতিদিন সেই এক জিনিস –সাহিত্যের ইতিহাস, সেই চর্যাপদ, সেই ব্যাকরণ। আর নতুন কী পড়াব? এমনিতে সাহিত্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কোনও কাজে লাগেনা। তার ওপর বাংলা। ভাষাটাই সমাজে প্রায় অচল হতে চলেছে। তাই, ছাত্র–ছাত্রীদের এই বিষয়ে আগ্রহ কমে যাচ্ছে।’ যুবকের গলায় হতাশা।

এই বিষয়ে আমার কিছু মোক্ষম ভাবনা আছে। কিন্তু ট্রেনে সেইসব আলোচনা অন্যের বিরক্তির কারণ হবে। তাই ভাবছি, কী উত্তর দেব। ট্রেনে সাধারণত আলোচনা হয়, সেদিনের খবরের কাগজের লেখা ঘিরে। বিশেষ করে রাজ্য কিংবা দেশের রাজনীতি নিয়ে আমজনতার তুমুল আগ্রহ। লেখাপড়া নিয়ে খুব একটা আলোচনা শুনি না।

তবে, ভিড়ের মধ্যে একজন আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। তিনি বললেন, ‘না, না সাহিত্য কাজে লাগবে না কেন? সাহিত্য মানুষের মনন তৈরি করে, আমাদের কল্পনা শক্তি বাড়ায়। সাহিত্যও তো আমাদের জীবনের কথা বলে, সাহিত্য আরও কত কি!’ ভদ্রলোক বলে যাচ্ছেন। আমি অবাক হয়ে শুনছি। উনি আমার মনের কথা বলছেন। ওঁর কথার সঙ্গে যোগ করলাম, ‘এছাড়া সাহিত্যের শিক্ষকও তো চর্যাপদের শবর

যাওয়া আসার পথে পথে

শবরীর প্রসঙ্গে বর্তমানের শবর–শবরীর আলোচনা করতে পারেন। না–কি? পশ্চিমবঙ্গে শবররা এখন কেমন আছেন, জানিয়ে দেওয়ার সুযোগ আছে। পড়ানোর সময় বিষয়ের একটা প্রাসঙ্গিকতা রাখা দরকার। অতীতকে বর্তমানের নিরিখে আলোচনা করতে হবে।’ শিক্ষক খুশি হলেন। মন দিয়ে শুনছেন সবার কথা। ট্রেনের ভিড়টায় এখন ঠেলাঠেলি খানিকটা কমেছে। অনেকেই এই আলোচনায় মজে গিয়েছেন। একজন বললেন, ‘ইসকুলে মাস্টাররা এখন পড়ায় না। তাই পাড়ায় পাড়ায় এখন অনেক কোচিং সেন্টার।’ আর একজন বললেন, ‘গরিব বড়লোক কোনও পরিবারে এমন কাউকে পাবেন না, যে টিউসিনি পড়ে না।’ আর শিক্ষকটি বললেন, ‘আমরা তো ছাত্রদের বলি, তোমাদের যা অসুবিধা আমাদের কাছে এসে বলবে। বলে না, বুঝলেন। আমরা কী করব বলুন?’ কেমন অসহায় লাগে যুবককে। এবার শিক্ষকের পক্ষে একজন ওকালতি করে বললেন, ‘আরে মাস্টারমশাইদের আজ আর কোনও সম্মান দেয় না কেউ। বলে মাস্টার। আগেকার সেই মাস্টারমশাই ডাকটা উঠে গিয়েছে। দেখছেন না, নানা জায়গায় মাস্টারদের কেমন পেটাচ্ছে। ছোঁয়াচে রোগ হয়ে গিয়েছে। যে যা পারছে করছে। মাস্টারমশাইরা আর সাহস পাচ্ছে না ছাত্র–ছাত্রীদেরকে ভালো কিছু বলতে।’ আমার মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে বারুইপুর বিডিও অফিসে একটি আলোচনাচক্রে এক প্রধানশিক্ষক বলেছিলেন, ‘আমাদের ভুল থাকে বলেই আমাদের মারে। আমরা কত খারাপ হয়েছি দেখুন, ছাত্র–ছাত্রীদের বাবা–মা এসে আমাদের মারে!’ আসলে, ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে কিংবা তাদের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের একটা মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে। যে শিক্ষককে ঘিরে এত কথা শুরু হয়েছিল, তিনি এবার বললেন, ‘কাকু, এবার নামব। ভালো থাকবেন।’ নেমে গেলেন তিনি। একটা গোঁফওয়ালা লোক এতক্ষণ কিছু বলেননি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সব কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার বললেন, ‘অনেক টাকা কামায় এই মাস্টারগুলো। পোশাক–আশাক দেখলেন ছেলেটার। জেল্লা মারছে। আমাদের সময় খেতে পেতনা মাস্টারমশাইরা, তাও আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করত। আর এখন....!’ একটা বিদ্রূপ তাঁর চোখে–মুখে। লোকটার জামার কলারের কাছে বড় একটা ছেঁড়া। সেটা কোনোরকমে সেলাই করা। আমিও এবার ট্রেন থেকে নামার উদ্যোগ নিই। গেটের সামনে চলে আসি। ট্রেনটা ধীরে ধীরে স্টেশনে ঢুকতে থাকে। ভাবলাম, যুবক–শিক্ষকের মোবাইল ফোন নম্বরটা নিলে ভালো হত। আশা নিয়ে থাকি, যাতায়াতের পথে আবার কোনওদিন দেখা হবে নিশ্চয়।

মাঙ্গলিকী

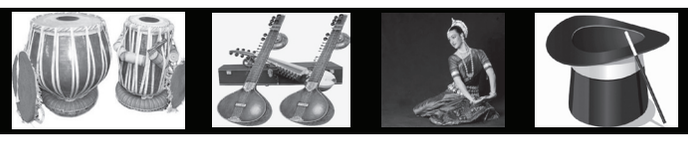

বড়িশার জাদু আড্ডা জমজমাট

সম্প্রতি বরিশার জাদু আড্ডায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জাদুকর সমীর গুহঠাকুরতাকে নিয়ে মাত্র ৪ জন জাদুকর জাদু আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন। কারণ ওই দিন বিকেলের দিকে এক রাজনৈতিক দলের বিরাট মিছিল বেরোয় ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে। ফলে বহু জাদুকর বন্ধু আড্ডায় আসতে গিয়ে, দেরি হয়ে গিয়ে বাড়ি ফিরে যান। তবে তাতে কি? উপস্থিত ৪ প্রবীণ জাদুকর তথা সমীর গুহঠাকুরতা, জে পি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল দে ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের জাদুজীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠেন। আলোচনা করলেন বর্তমান প্রবাহমান জাদু প্রদর্শনী নিয়ে। এদিন আসরে যোগদান করেন বড়িশার জাদু আড্ডার 'জননী' শ্রমতী গুহঠাকুরতা। তিনি আবার সকৌতুকে অন্যান্যদের অনুরোধে আসরের সঞ্চালিকার দায়িত্ব পালন করেন।

অতঃপর তাঁর 'ঘোষণা' মতো বহু প্রতিভাবান বালক (৭) বিল্বক মল্লিক শোনাল ছড়া, বলল গল্প আরও শোনাল গান, 'উই শ্যাল ওভারকাম'—তাকে আবার হারমোনিয়ামে সঙ্গত করলেন, গলাও মেলালেন জাদুপ্রেমী সঙ্গীত শিল্পী মায়াবালা ঠাকুর। পরে শ্রীমতী ঠাকুর শোনালেন আধুনিক ও রবীন্দ্র সঙ্গীত। আর সব শেষে এদিন ঘটল আসল 'জাদু' সমীর গুহঠাকুরতা শোনালেন বিভিন্ন রবীন্দ্র সঙ্গীত— সমীর গুহঠাকুরতাকে এদিন নতুন রূপে খুঁজে পাওয়া গেলো— জাদু আড্ডা সমৃদ্ধ হল নতুন করে...

বিশেষ সংযোজন : লন্ডনবাসী বরিষ্ঠ জাদুকর শ্রী এম. কে দত্ত কিছুদিন আগে কলকাতায় আসেন, এই জাদু আড্ডায় দ্বিতীয়বার যোগদান করেন। তাঁকে ঐ আসরে সংবর্ধনা জানানো হয়, তিনি খেলাও দেখান। তাঁর ক্যামেরার, কিছু ছবিও তোলেন সেদিন শ্রীদত্ত। তাঁরই কপি এদিন সমীর গুহঠাকুরতার হাতে তুলে দেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনই শ্রীদত্ত লন্ডনের পথে পাড়ি দেন। অর্থাৎ প্রবাসের ছোঁয়া এই অনুষ্ঠানকে বরাবরের মতোই ঋতম্ভর করে তোলে।

যুগ সাগ্নিকের সাহিত্যানুষ্ঠান

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা যুগ সাগ্নিক–এর ১টি সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান হয় জীবনানন্দ সভাগৃহে। অনুষ্ঠানের গোড়ায় লিটল ম্যাগাজিন জগতের শতাধিক কবি, লেখক উপস্থিত ছিলেন। যা জীবনানন্দ সভাগৃহের ক্ষেত্রে একটি রেকর্ড। এদিন মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন কবি রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু, ব্রত চক্রবর্তী, দীপক লাহিড়ী, অমল কর ও পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি কবি বাবলু ভট্টাচার্য। কবি রত্নেশ্বর হাজরাকে এদিন সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ফ্রেমে বাঁধানো সুব্রত ভদ্রের সুচারু বিরাট মাপের চিত্রাঙ্কন। কবির কবিতার মননশীলতার বিষয়ে অতি উজ্জ্বল বক্তব্য রাখেন মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় অন্যান্য কবিবৃন্দ কবি রত্নেশ্বর হাজরাকে যথাযথ সম্মান জানানো হল এইভাবেই। এদিনকার অনুষ্ঠানে পরে কবি পাঠ করে শোনালেন তাঁর অসাধারণ দুটি কবিতা, 'কথা হোক' ও 'আস্তে আস্তে'।

এদিন বহু কবি, লেখকের পাঠের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য সুকুমার মণ্ডলের স্বরচিত ছড়া পাঠ। সুব্রত ভদ্রর সুর করে পড়া পাঁচালি ধরনের ছড়া অসাধারণ। অন্যান্য যাঁরা স্বরচিত কবিতা পাঠে উজ্জ্বল ছিলেন তাঁরা হলেন বিধান সাহা, অরুণ ভট্টাচার্য্য, পঙ্কজ কুমার নাথ, বুদ্ধদেব নাথ মজুমদার, শান্তনু মিত্র, বাবলু ভট্টাচার্য, প্রদীপ গুপ্ত প্রমুখ। আবৃত্তিতে উজ্জ্বল ছিলেন ডঃ কৃষ্ণকলি বসু, অসীম কুমার মালাকার। আধুনিক 'হৃদয়স্পর্শী গান শুনিয়েছেন মিনু প্রধান। প্রতিষ্ঠিত কবিবৃন্দ, কৃষ্ণা বসু, ব্রত চক্রবর্তী, অমল করের বিবিধ স্বরচিত কবিতা পাঠ আসরকে বিশেষ সমৃদ্ধ করে। বিশেষ উল্লেখ্য, কবি রত্নেশ্বর হাজরার কবিতার সরলতা নিয়ে তারাশঙ্কর দত্তর আলোচনা ছিল অতি উজ্জ্বল। তাঁর 'লাইট পোস্ট' কবিতাটিও ভাল লাগল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মতিথি ও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্র

গত ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি (১৫) সন্ধ্যায় ঠাকুরের পদধূলিধন্য লীলাস্থল রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের ১৮০তম শুভ আবির্ভাব তিথি এবং ''ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের'' ছত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক মহোৎসব মহাসমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশ্ববরেণ্য পরিব্রাজক বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক মহান জীবনী এবং অমরবাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ, গত ভয়ানন্দ, প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেন, সাহিত্যিক সঞ্জীব চ্যাটার্জী, পার্থসারথি গোস্বামী, জগবন্ধু ভট্টাচার্য ও অর্ধেন্দুশেখর ভট্টাচার্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন মানিক লাল দে, শুভ্রকান্তি চ্যাটার্জী ও মহুয়া চ্যাটার্জী। অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কর্মসচিব সমর সরকার। পরিচালনা করেন সম্পাদক প্রতাপ মিত্র।

এছাড়াও বিশেষ পুজো, হোম, ভোগ নিবেদন, সন্ধ্যারতি, ভজন এবং অসংখ্য ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরমহংসের আবির্ভাব তিথিকে স্মরণীয় এবং বরণীয় করে রাখতে আসমুদ্র হিমাচলেই নানা পুজো পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তারই এক খণ্ডাংশ পরিলক্ষিত হয়েছিল এদিনের সন্ধ্যায়।

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সূচনায় চন্দনগর কাপালীপাড়ায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছোটদের সারা বাংলা বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ২ ফেব্রুয়ারি রবিবার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের শুভ সূচনা করল চন্দননগর কাপালীপাড়া জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। এদিন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অর্ণব চ্যাটার্জী জানালেন, এ বছর নানা বিষয়ক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হবে। এর মধ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা প্রদান, সুগার ও থাইরয়েড। ইউরোলজিস্ট এবং প্যাথোলজিক্যাল টেস্টের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া দুঃস্থ ব্যক্তিদের কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে। অন্যদিকে কমিটির কোষাধ্যক্ষ শুভজিত ভর, সৌরভ সাহা ও সৌম্যদীপ সাহা বলেন, এবারে মোট বাজেট ধার্য্য হয়েছে ১৩ লাখ টাকা। এর মধ্যে মণ্ডপ কেবলমাত্র ৮ লাখ টাকা রয়েছে। মণ্ডপের থিমে থাকছে নতুনত্ব। আয়োজন করা হবে পুজোর মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কাপালী পাড়া জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন হাজির থাকতে চলেছেন টলিউডের ব্যস্ততম নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এই সকল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন অমিত ঘোষ ও গৌতম সাহা। রবিবার সকাল থেকে আঁকা অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল এলাকায় উদ্দীপনা। এদিকে প্রস্তুতি নিয়ে ঘনঘন নিজেদের মধ্যে মিটিংয়ে পর্যালোচনা চলছে জোর কদমে।

পশ্চিম পুটিয়ারীতে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস

২১ ফেব্রুয়ারির সকালে তরুণ দলের ক্লাব ঘর সংলগ্ন প্রাঙ্গনে এক মনোজ্ঞ ও দরদী প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। ঢাকা–র শহিদ বেদির অনুসরণে নির্মিত চমৎকার এই শহিদ বেদিতে সকাল সাড়ে নটায় তরুণ দলের সম্পাদক তাপস দত্তের মাল্য প্রদানের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হল। উদ্বোধনী সংগীতে ছিলেন দেবযানী সমাদ্দার। আরও গান শোনালেন বন্দনা দত্ত, তারাশঙ্কর দত্ত, উদয় চক্রবর্তী, শেফালী সরকার, শান্তনু মিত্র, সুনীল গুহ, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার। শ্যামল ভট্টাচার্য শোনালেন ভাষা–নিয়ে লেখা নানা কবিতা। উদ্বোধন হল অজিত সাহার আমার ভুবন নামের সংক্ষিপ্ত উপন্যাসটি। পি সি সরকার (জুনিয়র)–এর লন্ডন প্রদর্শনীতে বাংলায় অনুষ্ঠান পেশ করার সাহসী ঘটনার কথা কথাচ্ছলে শোনালেন আলিপুর বার্তার অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ভাষার বর্তমান সমস্যা ও ভবিষ্যত নিয়ে বিভিন্ন বক্তা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধন, অজিত সাহা, তাপস পাল, প্রদীপ গুপ্ত, প্রণব বসু, হারাধন ভট্টার্য, অনিরুদ্ধ মিত্র ও তারুণ্য সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল । আলোচকদের মধ্যে অনিরুদ্ধবাবু, ক্লাব ঘরের মধ্যে আয়োজন না করে উন্মুক্ত ক্লাব–প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠান করা, উপস্থিতির হার ইত্যাদি নিয়ে কিঞ্চিত হতাশা প্রকাশ করলেন। উনি আরও পরামর্শ দিলেন যে, তরুণ দলের পক্ষ থেকে অঞ্চলের নিরক্ষর শিশু–কিশোরদের স্বেচ্ছা–শিক্ষাদানের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে তারুণ্য সম্পাদক তথা তরুণ দলের অন্যতম প্রবীণ সদস্য সুকুমার মণ্ডল জানালেন খোলা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠান আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য এলাকায় পথ–চলতি মানুষের মধ্যেও কৌতূহল সঞ্চারিত করা। বাংলা ভাষা নিয়ে সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে যতটা আবেগ এই দিনটিতে প্রকাশ হওয়া উচিত তার অনেকটাই অনুপস্থিতি উদ্যোক্তাদের কিছুটা দমিয়ে দেয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ঝোড়ো হাওয়ার দাপট থেকে মোমবাতির শিখাটি–কে অনির্বাণ রাখার মতই বাংলা ভাষাকে শত প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করার আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারুণ্য।

যুব তৃণমূলের উদ্যোগে চক্ষুদান শিবির

বিশ্বজিৎ পাল

রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার বাসস্ট্যান্ডে ক্যানিং–১ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে ৪র্থ বর্ষ চক্ষুদান শিবির ও স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসবের আয়োজন হয়। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবনের ভূমিপুত্র বিজ্ঞানী মিলনকান্তি নস্কর, গবেষক অনিমেষ চক্রবর্তী, জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর, স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পরেশরাম দাস প্রমুখ। বিজ্ঞানী মিলনকান্তি নস্কর বলেন, মৃত্যু আমাদের কাছে সর্বদা দুঃখের বার্তাই বয়ে নিয়ে আসে। পাঁচ–ছয় ঘন্টা পরে প্রিয়জনের এই নিথর শরীরটাকে হয় আমরা চিতায় ভস্ম করে দিই নয়ত কবরে শায়িত করে দিই। কিন্তু আমাদের কাছে প্রিয়জনের চোখ দুটির মূল্য অপরিসীম। বিজ্ঞানী মিলনকান্তি নস্কর আরও বলেন দৃষ্টিহীন মানুষদের না দেখার যন্ত্রণা যদি আমরা অনুভব করতে পারি। তাহলেই আমরা নিজেদেরকে আলোর মতো স্বচ্ছ মনের অধিকারী করে তুলতে পারব। এমনকি দৃষ্টিহীন মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে মৃত প্রিয়জনের চোখ দুটিকে অমর করে রাখতে পারব। এমন ধরনের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর বলেন মরনোত্তর চক্ষুদানের প্রয়োজনীয়তা বলে বোঝানো যায় না। প্রয়োজনের তুলনায় দাতার সংখ্যা খুবই নগণ্য। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সাধারণ মানুষজনকে এ বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে। ফলে বর্তমানে দাতার সংখ্যা বাড়ছে। এদিন স্বেচ্ছায় চক্ষুদানে নথিভুক্ত করে

১৫০ জন। এর মধ্যে ২২জন মহিলা। ব্যবস্থাপনায় ইন্টারন্যাশনাল আই ব্যাঙ্ক, কলাপাতা এবং গণদর্পণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। রক্তদান উৎসবে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে ৩৫০ জন, এর মধ্যে ১০০ জন মহিলা। ব্যবস্থাপনায় ইনস্টিটিউট অব ব্লাড ট্রান্সফিউশন মেডিসিন অ্যাণ্ড ইসিউনোহিমা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনে ক্যানিং থানার বন্ধুমহলে মুক্তমঞ্চে ক্যানিং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক তপন ভাওয়াল, ক্যানিং পশ্চিম

কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সন্তোষ বর্মন প্রমুখ। মুক্তমঞ্চে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিষয়ে আলোচনাসভায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল এবং গোসাবা আর আর ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সন্তোষ বর্মন তুলে ধরেন। তারা বলেন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন মাতৃভাষা বাংলার সম্মান রক্ষার্থে যে এগারো জন নিজেদের জীবন উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান বরকত। সেই বরকতের নেতৃত্বে ওই দিন বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিকে হাতিয়ার করে যে হাজার হাজার ঢাকার জগন্নাথ কলেজের প্রাঙ্গনে হাজির হয়েছিলেন। যাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন অদূর রমনা ময়দানে, তাদের উপর লাঠি চার্জ, গুলি চালায় শাসক বাহিনী। ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। গুলিতে প্রাণ হারালেন এগারো জন যুবক যুবতী। এই সংগ্রাম, এই আন্দোলন এই জীবনদান শুধু মাত্র মাতৃভাষা বাঙলাকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য। তাই আজও এই দিনটিকে স্মরণে রেখে এগারো জন যুবক–যুবতীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন ১৯৬১ সালের ১৯ মে বাংলা ভাষা বিতাড়ন রুখতে প্রতিবাদ আন্দোলন হয়েছিল 'অসমের বরাক উপত্যকায়'। সেদিন স্বাধীন ভারতে পুলিশের গুলিতে শিলচরে ভাষা শহিদ হয়েছিলেন ৬জন। স্বাধীনতার পরেও বহু বাংলা স্কুল ছিল দিল্লি, বেনারস, পাটনা, ঘাটশিলা, কটক, বালেশ্বর প্রমুখ বহু শহরে। এই রাজ্যের বাইরে সেই সব স্কুলে বাংলা নিয়মিত পড়ানো হত। কংগ্রেস ও বাম সরকারের ব্যর্থতায় বহুকাল হল সেইসব পঠন–পাঠন ইতি পড়ে গিয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে সব রকমভাবে চেষ্টা করে চলেছেন। এদিন মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় আধুনিক, বাউল, রবীন্দ্র–নজরুল সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি প্রমুখ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্কুল কলেজের কয়েক হাজার ছাত্র–ছাত্রী, অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন। যা ছিল চোখে পড়ার মতো।

ॐ

অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা?

আহার, নিদ্রা, ভয়, মিথুন— এই চারিটি বৈশিষ্ট্য মানুষ থেকে জীব জন্তু সকলের মধ্যে থাকে। মানুষ ও পশুর মধ্যে কি তফাৎ— এখানে সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন—ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

মানুষ অতিরিক্ত জড় ভোগ, ইন্দ্রিয় ভোগ তৃষ্ণা তৃপ্তি সাধনের জন্য প্রতিনিয়তঃ কর্মানুষ্ঠান করে চলেছে। কিভাবে কত ভাবে শরীরকে ভোগের উপযুক্ত রাখা যায় তার নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছে। উন্মাদের মত বিচরণ করছে ও তার জন্য জঘন্য কাজকর্মে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পরিণামে তারা দুঃখ ও কষ্ট পাচ্ছে। আমাদের বোঝা উচিত আমাদের জড় শরীরটি ক্লেশদ। অর্থাৎ তা সর্বদাই আমাদের কষ্ট দেয়। শরীরকে ভগবৎ সেবায় না ব্যবহার করলে তা ক্লেশদ।

সাময়িকভাবে আমরা মনে করতে পারি যে, আমরা কত সুখে আছি, কত সুখ ভোগ করছি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের এই দেহটি হচ্ছে দুঃখের আধার দুঃখলয়ম। একটা গল্প বললে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আগের দিনে রাজারা কোনও চোর বা দুর্বৃত্ত ধরা পড়লে আজকের মত আদালতে তোলা হত না। রাজা নিজেই তাৎক্ষণিক দণ্ড দান করতেন। চোরের হাত পা বেঁধে নদী বা পুকুরের জলে ডোবানো হত। তারপর দমবন্ধ হয়ে মর মর অবস্থা হলে ক্ষণিকের জন্য জল থেকে তুলে শ্বাস নিতে দেওয়া হত। তখন সে খুব আরাম ও আনন্দ পেত। কিন্তু আবার তাকে জলে ডোবানো হত ও কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস নিতে জলের বাহিরে আনা হত। এই প্রক্রিয়া চলত। জলের বাহিরে যতক্ষণ থাকতো তখন সে ভাবত কি সুখে আছি। আমাদের জীবনও ঠিক তেমন। আমরা যে সুখ ভোগ করছি সেটি দুর্বৃত্তের ক্ষণকাল শ্বাস নিয়ে সুখের মত। এইভাবে জড় জগতে ক্ষণিক সুখ ভোগের পর আবার দুঃখ। এইভাবে সারা জীবন সুখ–দুঃখের খেলা বিরামহীন বিশ্রামহীনভাবে চলতে থাকে।

আমাদের দুঃখ দুর্দশা তিনটি কারণজাত—

১. আধ্যাত্মিক অর্থাৎ মনজাত দুঃখ।

রোগ, ব্যধি, জরা ইত্যাদি।

২. আদিভৌতিক—অন্য জীব থেকে পাওয়া দুঃখ।

যেমন মশা, মাছি, সাপ প্রভৃতি জন্তু থেকে মানুষের দুঃখ আদিভৌতিক।

৩. আদিদৈবিক—প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিত দুঃখ।

খরা, বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি থেকে জাত দুঃখকে আদিদৈবিক বলে।

আমরা এই সকল দুঃখ চাই না। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনে এসে যাচ্ছে। আমরা বৃদ্ধ হতে চাই না। চির নবীন থাকতে চাই। আমরা প্রতিনিয়ত দেহের সুখ চাই— কিন্তু পরিণামে দুঃখ পাচ্ছি। আমরা জরা ব্যধি চাই না— তবুও আমাদের তা বরণ করতে হচ্ছে। পশুরা নানা রকম দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে। একটা পশুকে যখন কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে প্রশ্ন করতে পারে না, কেন আমাকে কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কিন্তু কোন মানুষকে যখন জেলে পাঠান হয় বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তখন সে প্রশ্ন করে কেন আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এই হল মানুষ ও পশুর মধ্যে মূল পার্থক্য। পশু প্রতিবাদ বা প্রশ্ন করতে পারে না। মানুষ প্রশ্ন করতে পারে ''কেন আমি কষ্ট পাচ্ছি? কেন আমি ব্যধিতে ভুগছি?''

দুঃখ কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করাটাকে বলে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা— ব্রহ্ম সুত্রের প্রথম কথা ''অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'' কি জিজ্ঞাসা?

কস্তং কোহহং কুতঃ আয়াত।

কা মে জননী কো মে তাত।

আমি কে? আমি কোথায় থেকে এলাম? আমার প্রকৃত স্বরূপ কি? আমার প্রকৃত মা, বাবা কে? মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাব? এই সকল প্রশ্ন পশুরা করতে পারে না— আপনি যদি মানুষ হোন তবে এই সকল প্রশ্ন করুন। এই প্রশ্নগুলি আপনাকে দুঃখময় সংসার জগৎ থেকে উদ্ধারের রাস্তা বলে দেবে।

কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র

সংসারোহয়মতীব বিচিত্র।

কস্য ত্বং বা কুত আয়াত

স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।।

হে ভ্রাতঃ কে তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্রই বা কে? তুমি কার? কোথা হইতে আসিয়াছ? এই সকল প্রশ্ন আপনি না করলে, আমার সাথে পশুর কোন ভেদ নাই।

কেউ বলে আমি নাস্তিক, ঈশ্বর বলে কিছুই নাই বা থাকলেও মানি না। এই ধারণাটা পশুর মত। চুরাশী লক্ষ পশু পাখি, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যোনি অতিক্রম করে এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করেছি। মানুষ হয়ে যখন জন্ম লাভ করেছি তখন প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে। আমাদের মনুষ্য জীবনের সার্থকতা ও সৌভাগ্যের সদ্ব্যবহার করতে হবে। দুঃখ নিবৃত্তির অনুসন্ধান না করে পশুর মত জীবন যাপন করা উচিত নয়। অর্থ সংগ্রহের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, ইন্দ্রিয় ভোগ বিলাসের মাধ্যমে, আমরা সুখের সন্ধান করছি। কিন্তু দুঃখ নিবৃত্তি হচ্ছে না। বেঁচে থাকার সংগ্রাম, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সংগ্রাম, বিষয় ভোগের সংগ্রাম চলছে, কিন্তু এতে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে না, হতাশা আর ব্যর্থতা আমাদের জীবনকে দুঃখময় করে তুলছে।

চোর জানে আমি ধরা পড়লে দণ্ড ভোগ করতে হবে, তবুও সে চুরি করে, ভোগ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। অবৈধ নারী ভোগ করতে গেলে ধরা পড়লে জেল, হাজত ফাঁসিও হয় তবুও ভোগবাসনার লালসা চরিতার্থ করার জন্য সে এই কাজ করে। সে ভাবে এই ভাবে সুখ পাব—পরিণাম কি? তাই আমাদের হৃদয়কে লোভমুক্ত, বাসনামুক্ত, পবিত্র করতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলি সংযত রাখার চেষ্টা করতে হবে। তা না করলে মানুষের সাথে পশুর তফাৎ কোথায়। কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে তা সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের তা করতে শিখিয়েছেন— কীর্তনীয় সদা হরি।

চেতোদর্পণ মার্জনং

ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপনম্।

আমাদের হৃদয়ে যে কামনা বাসনার আগুন জ্বলছে, সেই আগুন নেবানোর ঠাণ্ডা জল হল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র। এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুন, শ্রবণ করুন, হৃদয়ের আগুন প্রশমিত হবে, মনে শান্তি পাবেন। পরীক্ষা করুন, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কি শক্তিশালি। কি আনন্দ বর্ধনকারী নাম, যা করলে আপনি প্রতিদিন উত্তোরত্তর আনন্দ অনুভব করবেন, আপনার হৃদয়ের আকাশ চন্দ্রালোকের মত নির্মল সুমিষ্ট আলো জ্বলবে আর তাতে আপনি প্রকৃত পূর্ণানন্দ অনুভব করবেন— শুধু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমবেত ভাবে উচ্চৈস্বরে কীর্তন করুন যা আমাদের মহাজনেরা শিখিয়েছেন দেখবেন সত্যিই আপনি ব্রহ্মানন্দ অনুভব করবেন। এখানেই মানুষের সাথে পশুর তফাৎ তৈরি হবে। এটাই বৈদিক সিদ্ধান্ত।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এই মহামন্ত্র কীর্তন করুন, নিজেকে জানুন, প্রকৃত আনন্দের আস্বাদন করুন।

দিব্য আনন্দে মগ্ন হোন।

কীর্তনীয় সদা হরি। সংসার থেকে সকল কর্ম করে সংযত ভাবে ভগবানের নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে সুখী হবেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

অনন্যচেতা সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।

তস্যাহং সুলভ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।।

কেবলমাত্র একাগ্র চিত্তে নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করলে আমি তার কাছে সুলভ হই। নিরন্তর স্মরণ করার পদ্ধতি কি না হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। অন্য কোন মন্ত্র নয়। আবার ৯/১৪ গীতায় ভগবান বলছেন—

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতা।

নমস্যন্তশ্চঃ মাং ভক্তা নিত্যযুক্তা উপাসতে।।

দৃঢ়ব্রত হয়ে, যত্নশীল হয়ে আমার নাম ও মহিমা কীর্তন ও প্রণাম করুন তাতেই সুখী হবেন। তার নাম কীর্তনের মন্ত্র হল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সদা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে বলেছেন হরিনাম সংকীর্তনে কোন সময়, স্থান, কাল, শুচিতা, অশুচিতা, নাই আপনি যে কোন অবস্থায় তা করতে পারেন— এই প্রসঙ্গে বৈদিক শাস্ত্র বলছেন—

ন দেশনিয়মস্তস্মিন ন কালনিয়মস্তথা।

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষোধাহস্তি শ্রীহরের্নাম্নিলুব্ধক।।

হরি নাম গ্রহণের কোন দেশ কাল, স্থান পাত্রের কোন নিয়ম নাই। কি উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কি অশৌচ অবস্থায় এই হরিনাম কীর্তন করা যায়। এই নাম স্বয়ং পবিত্রকারী—এই নামকে কেহ বা কোন অবস্থায় অপবিত্র করতে পারে না। এই মহানাম আপনাকে সর্বদাই পবিত্র করে তোলে। আশুচি অবস্থায় এই নাম গ্রহণ করলে আপনি নিজেকে শুচি করে তুলতে পারবেন। এইভাবে নিজেকে জানতে চেষ্টা করুন—ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে—হরি কথা শ্রবণের মাধ্যমে, হরি কথা কীর্তনের মাধ্যমে, আমাদের হৃদয়ের সকল মলিনতা দূর হবে। সংকীর্তনের মাধ্যমে আমরা শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারি।

শৃণ্বতাং স্বকথা কৃষ্ণ পুণ্যশ্রবণকীর্তন।

এভাবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারলে আমরা জীবনের প্রকৃত আনন্দ নিকেতনে বাস করতে পারবো এতে কোন সন্দেহ নাই। সুখিনঃ ভব। হরে কৃষ্ণ।

ধাওয়ান- মোহিত- কোহলি-রাহানে- সামি-অশ্বীনের দাপট

পাক-প্রোটিয়া বধের পর বিশ্বকাপ দেখছে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকা। আর আফ্রিকার সিংহদের দফারফা করে ভারত হঠাৎ করেই বিশ্বকাপ জেতার অন্যতম দাবিদার হয়ে উঠেছে। অথচ বিশ্বকাপ শুরুর প্রাক মুহূর্ত পর্যন্ত কেউই ভারতকে পাত্তাই দিচ্ছিল না। প্রাক্তন বিদেশি ক্রিকেটার থেকে নামি বিশেষজ্ঞ সকলের কলমেই উঠে আসছিল একটাই বার্তা, না, ভারতের এবার কোনও আশা নেই। শুধু বিদেশিরাই নয়। ভারতের তামাম গণমাধ্যম থেকে ক্রিকেট লিখিয়ে মায় সদ্য অবসর নেওয়া তারকারাও দেশকে খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে চরম ব্যর্থতা এবং এর অব্যাবহিত পরে ভারত-অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডকে নিয়ে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে টিম ইন্ডিয়া মুখ থুবরে পড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা এবার লাইমলাইটের বৃত্ত থেকে পুরো ছিটকে গিয়েছিল। সেই খাদের কিনারা থেকে সসম্মানে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে ধোনির দলের। সৌজন্যে পর পর দুটি মেগা জয়। যার জেরে দ্বিতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপ জেতার দরজা খুলে গিয়েছে ভারতের জন্য। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিশ্বকাপ ট্র্যাক রেকর্ড এতটাই ভালো যে পাক-বিজয় নিয়ে তাও একটা যুক্তি আছে। কিন্তু যে প্রাধান্য এবং কর্তৃত্ব নিয়ে খেলে একতরফাভাবে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা বধ করল তা অনস্বীকার্য। বিশ্বকাপ শুরুর আগে দুই আয়োজক দেশ অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ধরা হচ্ছিল অন্যতম ফেভারিট হিসেবে। সেই হিসেব এখন ওলট পালট হয়ে গেল ভারতের এই দুরন্ত ফর্মে। প্রায় তিন মাস অস্ট্রেলিয়া কাটানো ভারতীয় দলের শারীরিক ভাষাই যেন পালটে গিয়েছে কোনও এক অদ্ভুত মায়াজালে। ক্লান্তির বদলে জয়ের খিদেয় ভরপুর হয়ে উঠেছে এই দলটি।

ব্যাটিং তো ভারতের বরাবরের সম্পদ। এর পাশাপাশি বোলিং এবং ফিল্ডিংয়েও বিপক্ষকে যেভাবে টেক্কা দিচ্ছে ভারতীয়রা তা অভূতপূর্ব। নতুন প্লেয়ারদের সঙ্গে সিনিয়রদের মেলবন্ধনও ইতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছে ক্রমশ। তাও এই ভারতীয় দলে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের কথা উল্লেখ করতেই হবে। পাকিস্তান এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের প্রেক্ষিতে এরা সকলেই নিজের নিজের জায়গায় সেরা পারফরমেন্স তুলে ধরেছে। ব্যাটিংয়ে প্রথম দুই ম্যাচেই নিজের জাত চিনিয়েছেন শিখর 'গব্বর সিং' ধাওয়ান। ভারতীয় ড্রেসিংরুমে যে নামে তাঁকে ডাকা হয় ঠিক সেই ভূমিকাতেই প্রতিপক্ষকে মাঠের বাইরে পাঠাচ্ছেন এই উদীয়মান তারকা। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এবং তৃতীয় দেশীয় সিরিজে শিখর ছিলেন চূড়ান্ত ব্যর্থ। এমনকি বিশ্বকাপে তাঁর দলে থাকা নিয়েও উঠেছিল সমালোচনার ঝড়। মুরলী বিজয়ের হয়ে সওয়াল করেছিলেন অনেক বিশেষজ্ঞই। ধাওয়ান বুঝিয়ে দিচ্ছেন এইসব সমালোচনার জবাব তিনি নিজের চওড়া ব্যাটেই দিতে চান। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৭৩ রান করে সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতে রান-আউট হতে হয়েছিল। সেই ম্যাচে সেঞ্চুরি করে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন সহ-অধিনায়ক বিরাট কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ম্যাচে পাকিস্তান ম্যাচের মেজাজেই শুরু করেছিলেন ধাওয়ান।। অধরা শতরানও তাই এল অক্লেশে। এখনও পর্যন্ত ভারতীয় দলের মধ্যে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকও তিনি। পাশাপাশি বিরাট কোহলিও টুর্নামেন্ট শুরু করেছেন নিজের ঢংয়েই। পাকিস্তানের সঙ্গে শতরানের পরেই দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচেও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে শিখরের সঙ্গে তাঁর জুটি অনবদ্য। পরে যেই খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে অসাধারণ একটি ঝোড়ো ইনিংস খেলে যান অজিঙ্কে রাহানে। বস্তুত দক্ষিণ আফ্রিকা বিজয়ে রাহানের অবদানও কম নয়। পাকিস্তান ম্যাচে নিজের জাত চিনিয়েছেন সুরেশ রায়নাও। আফ্রিকার মোকাবিলায় খুব কম সময় পেয়েছিলেন তিনি। তবে ফিল্ডিংয়েও সুরেশ কম যাচ্ছেন না।

ব্যাটিংয়ের সঙ্গে এবারের বিশ্বকাপে সমানভাবে পাল্লা দিচ্ছে ভারতীয় বোলাররা। পেস এবং স্পিন দুই বিভাগেই নজর কাড়ছে টিম ইন্ডিয়া। এদের মধ্যে মহম্মদ সামি এবং রবিচন্দ্রন অশ্বীন তো লা-জবাব। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ইশান্তের পরিবর্তে দলে জায়গা করে নেওয়া মোহিত শর্মা। প্রথম দুটি ম্যাচে বিশেষ করে আফ্রিকার দুর্গ দখলে মোহিত কোনও অংশে কম ছিলেন না। উইকেট টু উইকেট বল রেখে যে বলটা তিনি করছেন তাতেই আসছে সাফল্য। পরিশেষে বলা যেতে পারে অধিনায়কত্বেও কিন্তু ভারত এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে সেরা যাচ্ছে। মহেন্দ্র সিং ধোনি প্রতিটি পদক্ষেপে প্রমাণ করছেন কেন একদিনের ক্রিকেটে তাঁর এত সুনাম। এই স্পিরিট ধরে রাখতে পারলে ভারত যে এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম দখলদার হয়ে উঠবে তা সন্দেহাতীত।

আত্মতুষ্টিতে নেই ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী কাল শনিবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মুখোমুখি হচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। বিশ্বকাপ অভিযানের শুরুতেই পাকিস্তান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো হেভিওয়েট টিমকে হারিয়ে ভারতীয় শিবির অনেকটাই চাপমুক্ত। নিশ্চিত কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার ব্যাপারেও। তাও দুর্বল আরব দেশকেও গুরুত্ব দিচ্ছে ধোনির দল। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে আগামী কালের ম্যাচে দলে দু-তিনটি রদবদল হতে পারে। নিজেদের রিজার্ভ বেঞ্চ কতটা শক্তিশালী তা জেনে নিতে চাইছেন রবি শাস্ত্রী অ্যান্ড হিজ কোম্পানি। সেক্ষেত্রে হয়তো বিশ্বকাপ অভিষেক হবে অক্ষর প্যাটেলের।

কবাডিতে আগামী দিনের তারকা ঋষি কুমার শা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছেলেবেলায় ছোট ছেলেটি কখনও ভাবেনি সে কবাডি খেলে বাংলার মান উজ্জ্বল করতে পারবে। তখন পারিবারিক অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল না। প্রায়ই বৈদ্যবাটী চাঁপদানীতে বাবার কর্মস্থান জিআইএস কটন মিল বন্ধ হয়ে যেতে। এই আর্থিক অসঙ্গতিই পরবর্তীকালে বদলে দেয় ছেলেটির জীবন। ছেলেটি চলে আসে মামার বাড়ি চন্দননগর গোন্দল পাড়ায়। দুই মামাকে কবাডি খেলতে দেখে আগ্রহ বেড়ে যায় কিশোর ঋষি কুমারের। উল্লেখ্য দুই মামা ভারতীয় কবাডি খেলোয়াড় রামকুমার শা ও শ্যামকুমার শা। মামাদের উৎসাহ ও প্রেরণায় কবাডি খেলার জগতে প্রবেশ করে ঋষি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নিজেকে মেলে ধরে। বাংলার অন্যতম সেরা কবাডি ক্লাব চন্দননগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের আঙিনায়। এর মধ্যে ঋষি ২০০৮ সালে চন্দননগরের হয়ে জুনিয়র ডিস্ট্রিক্ট খেলেছে। ২০১১ সালে বর্ধমানে সিনিয়র ডিস্ট্রিক্ট খেলে। ওই সালেই গুজরাটের বরোদাতে বাংলা দলের হয়ে জুনিয়র ন্যাশানাল খেলতে যায়। ওই একই বছরে উত্তর প্রদেশের বেনারসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে রানার্সের সম্মান অর্জন করে।

তাঁর বাবার আসল বাড়ি বিহারের রাজগীরে। খুব অল্পদিনের মধ্যেই কবাডিতে ঋষি চিনিয়েছে নিজের জাত। ২০১৪ সালে বাংলাদল অসমে ইস্ট জোন চ্যাম্পিয়ন হয়। তাঁর নেতৃত্ব দেয় ঋষি। তামিলনাড়ুতে সদ্য জানুয়ারিতে সিনিয়র ন্যাশনাল গেমসে বাংলার হয়ে খেলেছে। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের ঘায়েল করে পয়েন্ট সংগ্রহ করে বাংলাকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথ প্রশস্ত করে ঋষি। কদিন আগেই সে নিজেদের মাঠে টিম চন্দননগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে জিতিয়ে নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করে। এই টুর্নামেন্টে পারফরম্যান্সের বিচারে সে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পায়। সলিসানী কলেজের কলাবিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ঋষি। দিন শুরু হওয়া থেকে রাত্রে বিছানায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত কবাডিই তাঁর ধ্যান জ্ঞান। তাঁদের বাড়ির পুরো পরিবারটা কবাডির সঙ্গে যুক্ত। ঋষি বলেন কবাডি ছাড়া তাঁর অন্য কোনও খেলার প্রতি সেরকম আগ্রহ নেই। তারকা খেলোয়াড়দের জীবন কেমন হয় জানি না তবে আমি কবাডি ছাড়া অন্য কোনও দিকে মন দিতে চাই না।

গিনেস বুকে নাম তুলতে চলেছেন প্রতিবন্ধী যুবক

মলয় সুর

একেবারে শারীরিক প্রতিবন্ধী। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধকতার কাছে হার মানতে শেখেনি। মানুষের প্রেরণা, নিজের উদ্যোগ আর মনের জোরকে সঙ্গী করে নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন পরিমল বিশ্বাস (৫৭)।সব প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে যোগচর্চা করেন। সারা জেলা, সারা রাজ্য ও সারা ভারত যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বহু পুরস্কার অর্জন করেছেন পরিমল। স্বর্ণ ও রৌপ্যপদকও পেয়েছেন। অজস্র শংসাপত্র রয়েছে ওঁর কাছে। এখন লক্ষ্য ওয়ার্ল্ড গিনেস বুকে নাম লিপিবদ্ধ করা। সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। বাড়ি বনগাঁর ছ'ঘড়িয়ায় ১৯৮৮ সালে ঠাকুরনগরে ট্রেন ও ট্রাকের সংঘর্ষের মাঝে পড়ে বাঁ পাটি কেটে বাদ যায়। তখন মাছের ব্যবসা করতেন। দুর্ঘটনায় পা হারানো সত্ত্বেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েননি। পায়ের চিকিৎসার পর ম্যাসাজ করিয়ে রোজগারের পথ বেছে নেন। সেই সঙ্গে শুরু করেন যোগাসন চর্চা।

তারপর একের পর এক যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পেয়েছেন বহু পুরস্কার। ২০১১ সালে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত যোগা প্রতিযোগিতায় পাঁচবার পেয়েছেন রৌপ্যপদক। এছাড়াও বহু মেডেল স্মারক ও শংসাপত্র অর্জন করেছেন পরিমল। ফুটবল নিয়ে গঙ্গায় ডুব সাঁতার দিয়ে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা জলের নীচে থেকে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। গিনেস বুকে নাম তোলা তাঁর স্বপ্ন। কঠোর সাধনা চলছে, ফুটবল নিয়ে ককাসন, ময়ূরাসন, অর্ধময়ূরাসন, অষ্টবক্রাসন ইত্যাদি নিখুঁত ভাবে প্রদর্শন করেন। পরিমল ফুটবল মাথায় নিয়ে ধ্যানরত হতে পারেন। পারেন বলের উপর যোগাসন করতেও। তাঁর সব থেকে চমকপ্রদ কীর্তি হল বল মাথায় সাঁতার। তাঁর কথায় এই ফুটবল ব্যালেন্স একটি শিল্প। পরিবারে রয়েছে স্ত্রী ও দুই ছেলে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তাঁদের গোটা পরিবার যোগচর্চার সঙ্গে যুক্ত। দাদাগিরিতেও সৌরভের ডাক পেয়েছেন পরিমল।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

ভূপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, মৃত্যু : ৪ মার্চ, ১৯৮৬

অসহযোগ আন্দোলনে বিলাতি বস্ত্র প্রতিরোধে পিকেটিং করে কারাবরণ করেন। পরে আরও অনেকবার কারাবরণ করেন। যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪২-৪৫ ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিনাবিচারে আটক হন। মুক্তিলাভের পর কংগ্রেসের সর্বক্ষণের কর্মী হন। দাঙ্গার সময় দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং দাঙ্গায় বিপন্নদের রক্ষা ও উদ্ধারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। দেশভাগের পরে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কাজে ব্যাপৃত হন। নিবেদিতপ্রাণ দেশপ্রেমিক ও দক্ষ সংগঠক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।

বিপ্লবী বিধুভূষণ মজুমদার, মৃত্যু : ৩ মার্চ, ১৯৬৫

ভাঙ্গা হাইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াকালীন যুগান্ত দলে যোগদান। যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় পার্টির বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ। এই পরিচয়ের সূত্রে স্কুল থেকে বহিষ্কার।

১৯২০ সালে ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট-সংক্রান্ত আন্দোলনে মাদারিপুরে তিনি গ্রেপ্তার হন। জেল থেকে মুক্ত হয়ে ব্যাপকভাবে কংগ্রেসের সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য হন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি জেলে বন্দি থাকেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে অসম্ভব অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় চলে আসেন।

লাগলো যে দোল

বসন্তকে স্বাগত জানাতে রঙের উৎসব এসে উপস্থিত। রঙ খেলা পবিত্র খেলা। তাই রঙ খেলা উপভোগ করবার জন্যে কী কী করা উচিত এবং অনুচিত।

কী করা উচিত: মাথায় টুপি, পুরনো ফুলহাতা জামা, ফুল প্যান্ট পরে রঙ খেলা উচিত। চোখ বাঁচাতে সানগ্লাস এবং দাঁতের সুরক্ষাতে ডেন্টাল ক্যাপস পরলে ভলো নতুবা কেউ যদি রঙ মাখাতে আসে তাহলে চোখ এবং মুখ বন্ধ করে রাখবে। মাথায় এবং শরীরে রঙ খেলার আগে গায়ে মাখা তেল লাগানো খুব প্রয়োজন। ভালো আবির এবং ভালো রঙ ব্যবহার করলে তুমিও যেরকম ভালো থাকবে যার সঙ্গে রঙ খেলবে সেও ভালো থাকবে। রঙ খেলার পরে হালকা গরম জলে স্নান করা উচিত। যদি কেউ না খেলতে চায় তাহলে তাকে জোর করে রঙ মাখাবে না।

কী করবে না: ডিম, মাটি এবং নোংরা জল দিয়ে আনন্দ উৎসবকে দুঃখের উৎসবে পরিণত করবে না। যদি কেউ দোল না খেলতে চাও তাহলে বাড়ি থেকে বের হবে না। জোরে মাইক বাজিয়ে দোল উৎসব উপভোগ তুমি করবেও এবং তোমার বন্ধুদের করতে বারন করবে।

সরস্বতী দাস-১, ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা (বিশেষ ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল)

ম্যাজিক মোমেন্ট

সুঁচ ফোটানোর ম্যাজিক

জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা, ভয় পেয়োনা, তোমাদের এই ম্যাজিকটা দেখাতে নিজের পায়ে অথবা অন্য কারুর পায়ে সুঁচ ফোটাতে হবে না। আসলে এই ম্যাজিকে তুমি একটা স্বচ্ছ বেলুন এক হাতে ধরবে, আর অন্য হাতে একটা বড় সুঁচ ধরবে। তারপর দর্শকদের বলবে, ''আমি যদি এই সুঁচটা বেলুনটায় ফুটিয়ে দিই তবে বেলুনটা ফেটে যাবে, বিজ্ঞান তাই বলে, কিন্তু ম্যাজিক তার উল্টো কথা বলে। অতএব দেখুন''—এই বলে তুমি সুঁচটা বেলুনের গায়ে ফুটিয়ে দিলে, সুঁচটা বেলুনের ভিতর গেঁথে রইল অথচ বেলুনটা ফাটল না। এরপর তুমি আরও দুটো সুঁচ বেলুনটার গায়ে ফুটিয়ে দিলে। বেলুনটা কিন্তু যেমন ছিল তেমনিই রইল। শেষে সুঁচ তিনটে বার করে নিয়ে বেলুনটাকে দুহাতের মধ্যে ধরে চাপ দিতেই সেটা ফেটে গেলো—সবাই বুঝল বেলুনটা সাধারণ, তাই একটু আগে তুমি যা দেখালে তা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলো। সব শেষে হেসে তুমি বললে, ''এই হল অসম্ভবকে সম্ভব করার ম্যাজিক—আর আজ যা ম্যাজিক। কাল তাই বিজ্ঞান।'' (এই শেষ কথাটা বলেন বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র)।

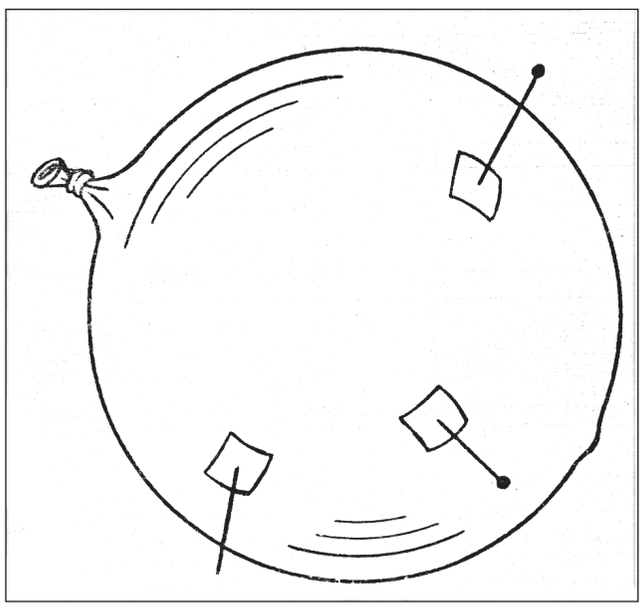

একটা বড় স্বচ্ছ বেলুন নিয়ে সেটা ফোলাও। তারপর মুখটা সুতো দিয়ে বাঁধো। ৩ টুকুরো স্বচ্ছ সেলোটেপ নিয়ে বেলুনটার গায়ে তিন জায়গায় সেঁটে দাও (ছবিতে দেখো)। খেলা দেখাবার সময় ৩টে বড় মাপের সুঁচ নিয়ে একটা একটা করে সেলোটেপের ভিতর দিয়ে বেলুনের ভিতর ফুটিয়ে দাও' দেখবে বেলুনটা ফাটবে না। (অবশ্য আস্তে আস্তে হাওয়া বেরুতে থাকবে, যা দূর থেকে বোঝা যাবে না)। এরপর সুঁচগুলো বার করে নিয়ে বেলুনটার গায়ে নখ ফুঁটিয়ে দাও, বেলুনটা ফেটে যাবে, সবাই আরও অবাক হয়ে যাবে এই ভেবে বেলুনটায় কোনও কারসাজি নেই!

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।